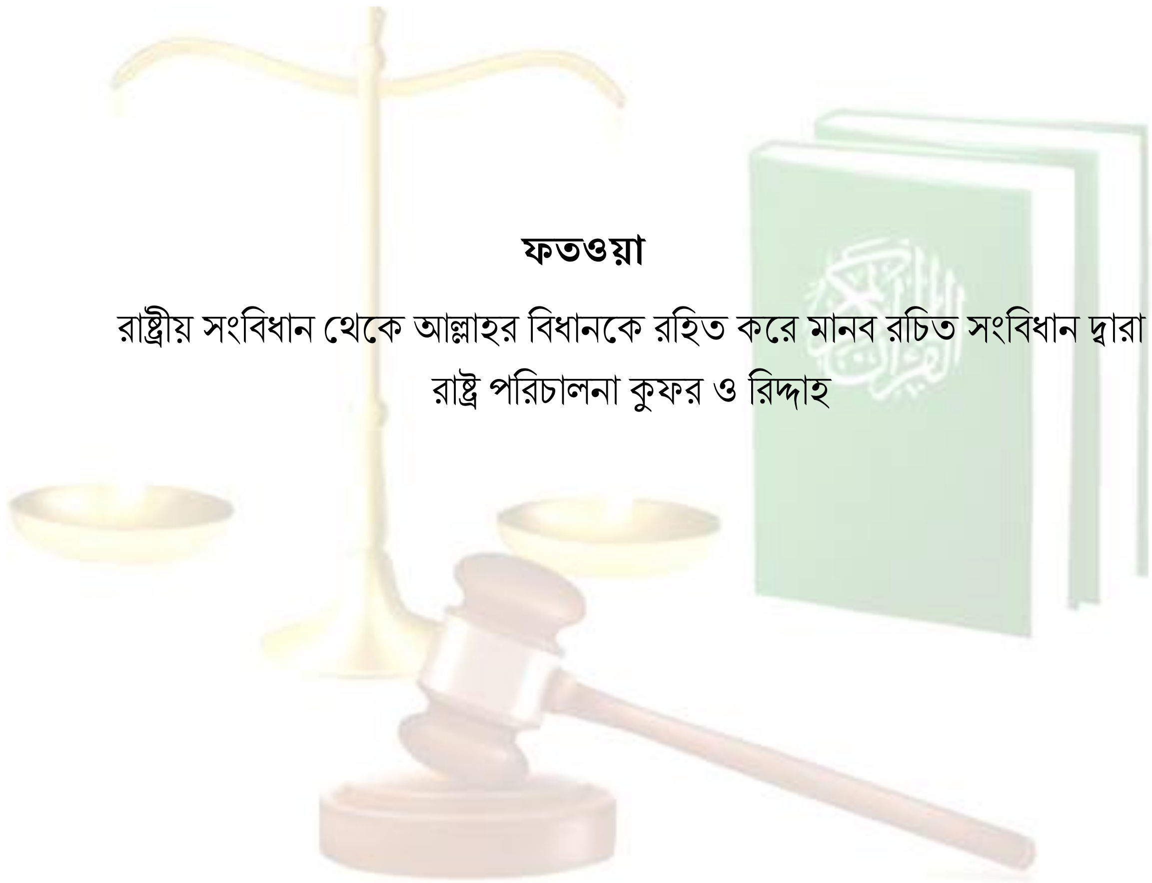


ফতওয়া

রাষ্ট্রীয় সংবিধান থেকে আল্লাহর বিধানকে রহিত করে মানব রচিত সংবিধান দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা কুফর ও রিদ্দাহ

সূচিপত্র

দলিল নং ৪: ‘‘তাদের এমন কিছু শরীক আছে কি, যারা তাদেরকে দ্বীনের বিধান দিয়েছে’’

আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে কাসীর (রহঃ)

দলিল নং ৫: ‘‘তারা কি জাহিলিয়্যাতের বিধি-বিধান কামনা করে?!’’

মুফাসসিরগণের অভিমত

ইমাম তবারী (রহঃ)
সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ (রহঃ)

দলিল নং ৬: ‘‘কিন্তু না! আপনার রবের কসম, তারা ঈমানদার হবে না’’

মুফাসসিরগণের অভিমত

আল্লামা ইবনে কাসীর (রহঃ)
হাকীমুল উম্মাত আঈমান আজ-জাওয়াহেরী (দা.বা.)

সুন্নাহ থেকে দলিল

দলিল নং ১: ‘‘রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিধান না মেনে অন্য সাহাবীদের কাছে গমন’’

দলিল নং ২: ‘‘রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ব্যতিরেকে এক ইয়াহুদী বিচারকের কাছে বিচার প্রার্থনার ইচ্ছা পোষণ’’

দলিল নং ৩: ‘‘রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ব্যতিরেকে কা‘ব বিন আশরাফের কাছে বিচার প্রার্থনা

ইজমা থেকে দলিল

চার মাযহাবের ফক্বীহগণের (রহঃ) ফতওয়া

ফিক্বহে হানাফী

১. আল্লামা জাস্‌সাস (রহঃ) এর ফতওয়া

২. আল্লামা আলুসী (রহঃ)এর ফতওয়া

৩. আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহঃ) এর ফতওয়া

৪. শাইখুল ইসলাম মোস্তফা সবারী (রহঃ) এর ফতওয়া

৫. শাইখুল ইসলাম যাহেদ কাউসারী (রহঃ) এর ফতওয়া

৬. হাকিমুল উম্মাত হযরত আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) এর ফতওয়া

ফিক্বহে শাফি‘ঈ

১. আল্লামা ইবনে কাসীর (রহঃ) এর ফতওয়া

২. ইমাম রাজি (রহঃ) এর ফতওয়া

ফিক্বহে মালিকী

১. আল্লামা ইবনে আব্দিল বার (রহঃ) এর ফতওয়া

২. ইমাম কুরতুবী (রহঃ) এর ফতওয়া

৩. ইমাম শানক্বিতী (রহঃ) এর ফতওয়া:

ফিক্বহে হাম্বলী

১. আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ) এর ফতওয়া

২. আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) এর ফতওয়া

উম্মাতের অন্যান্য ফুক্বাহাগণের মতামত

১. আল্লামা আহমদ শাকের (রহঃ) এর ফতওয়া

২. আল্লামা মাহমুদ শাকের (রহঃ)এর ফতওয়া

৩. আল্লামা মুহাম্মাদ হামেদ আল-ফাক্কি (রহঃ) এর ফতওয়া

জাহেরী ফুক্বাহাগণের ফতওয়া

আল্লামা ইবনে হাযম (রহঃ) এর ফতওয়া

ফতওয়া নং ১

২. দৌলতে উসমানিয়ার পতনের পর তুরস্কে মানব রচিত সংবিধান প্রণয়ন প্রণয়নকারীদের বিরুদ্ধে শাইখুল ইসলাম মোস্তফা সবারী (রহঃ) এর ফতওয়া প্রদান।

৩. দৌলতে উসমানিয়ার পতনের পর মিশরে যখন মানব রচিত সংবিধান প্রণয়ন করা হয়। তখন এ ধরনের সংবিধান প্রণয়নকারীদেরকে মুরতাদ আখ্যায়িত করে আহমাদ শাকের (রহঃ) এর ফতওয়া প্রদান।

৪. সিরিয়ায় সর্ব প্রথম রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পৃথক করতে প্রচেষ্টাকারীদের বিরুদ্ধে যাহেদ কাউসারী (রহঃ) এর ফতওয়া প্রদান।



প্রথম অধ্যায়

আল্লাহর বিধান পরিবর্তনকারী শাসকের বিধান

ভূমিকা

মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ তাঁর ইবাদত করবে, করবে আনুগত্য। তাঁর জমীনে করবে তাঁরই বিধানকে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু শয়তানের ধোঁকায় পড়ে বার বার মানুষের ঘটেছে পদস্খলন। তাই সঠিক পথের দিশা দিতে রাহবাররূপে যুগে যুগে প্রেরিত হয়েছেন মহামানব নবী ও রসূলগণ। যাতে মানুষ সব কিছুর ইবাদত বর্জন করে এক আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণ করে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাঁরই দাসত্বকে মাথা পেতে মেনে নেয়। আল্লাহর বিধানই হয় তার একমাত্র জীবন বিধান। এ জমীনে তাঁরই দ্বীনের ঝান্ডা থাকে সমুন্নত। মহান রব্বুল আলামীন মুহাম্মাদে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণের উদ্দেশ্য উল্লেখ করে বলেন :

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

তিনিই প্রেরণ করেছেন আপন রসূলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীন দিয়ে, যাতে তিনি অন্যান্য সকল দ্বীনের উপর এ দ্বীনকে বিজয়ী করেন, যদিও মুশরিকরা অপছন্দ করে। [সূরা তাওবা: ৩৩]

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মাঝে আর নেই। চলে গেছেন না ফেরার দেশে। নিজ দায়িত্ব পালন করেছেন শতভাগ সফল রূপে। দ্বীনের ঝান্ডা দিয়ে গেছেন পরবর্তীদের হাতে। নায়েবে রসূলদের কাঁধে। সে ঝান্ডা কি আমরা আগলে রেখেছি? রাখতে পেরেছি? নাকি আমাদের দু-হাত দু-বাহু এখনো অক্ষত কিন্তু দ্বীনের ঝান্ডা আজ ভূলুণ্ঠিত?

আল্লাহ তায়ালার কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন হলো ইসলাম। ইসলাম ছাড়া অন্য সকল দ্বীন-জীবন বিধান অগ্রহণযোগ্য, বর্জনীয়। কিন্তু বর্তমান আমাদের বাস্তব জীবনে ইসলামের কার্যকারীতা কতটুকু ? রাষ্ট্রীয় জীবনে তো ইসলামের প্রবেশ অনেক পূর্ব থেকেই নিষিদ্ধ। সামাজিক জীবনে ইসলামকে করে রাখা হয়েছে অকার্যকর। পারিবারিক ও ব্যক্তি জীবনেও রয়েছে নানা বিধি-নিষেধ। সার্বজনীন এ দ্বীনকে রূপান্তর করা হয়েছে

গৃহপালিত ধর্মে। আর এখন! এখন চলছে চূড়ান্ত আক্রমণ। ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন থেকে দ্বীনের অবশিষ্ট অংশটুকু মুছে ফেলার জঘন্য অপচেষ্টা।

দু:খজনক হলো, দ্বীন ধ্বংসের এ ঘৃণ্য যুদ্ধের নেতৃত্ব দিচ্ছে অধিকাংশ মুসলিম দেশ সমূহের বর্তমান শাসকবর্গ, প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ। এরা 'ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার' শ্লোগান তুলে রাষ্ট্র থেকে দ্বীনকে পৃথক করেছে। সংসদে একের পর এক দ্বীনের বিরুদ্ধে আইন পাশ করছে। সংবিধান থেকে মহান রবের সার্বভৌমত্ব শক্তি ও ক্ষমতা তুলে দিচ্ছে। এ ক্ষমতা নিজেদের বলে দাবী করছে। উঠিয়ে দিচ্ছে আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস। হুদুদ, কিসাস, পর্দা, মিরাছ ও জিহাদের মত অলংঘনীয় বিধানাবলীকে রাষ্ট্রীয়ভাবে রহিত করছে। সুদ, জেনা, মদ, জুয়া, মূর্তির মত চিরন্তন হারামগুলিকে বৈধতা দিচ্ছে।

তাই আমাদের প্রথম আলোচনা উপরুক্ত শাসকদেরকে নিয়ে। তাদের ব্যাপারে ইসলামের হুকুম সর্ম্পকে। ইসলাম তাদের ব্যাপারে কী বলে? তারা কি ফিস্ক ও জুলুমের প্রাচীর বেষ্টিত? নাকি এ প্রাচীর ভেদ করে কুফরের সীমায় পা রেখেছে?

সতর্কতাঃ

আমাদের আলোচনা ঐ শাসকদেরকে নিয়ে, যারা রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামের অকাট্য বিধানাবলীকে রহিত করে। হারামগুলোকে বৈধতা প্রদান করে বা আবশ্যকীয় ঘোষণা করে। এমন রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রনায়কদেরকে নিয়ে নয়, যে রাষ্ট্রে ইসলামী শরীয়াত পরিপূর্ণ বলবৎ আছে। কোন অলংঘনীয় ফরজকে নিষিদ্ধ করা হয়নি। দেয়া হয়নি কোন হারামকে বৈধতা। তবে রাষ্ট্রের শাসক বা বিচারকরা ব্যক্তিগতভাবে কখনো কখনো বিধান প্রয়োগে শিথিলতা প্রদর্শন করে শর'য়ী আইন প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকে। তা হতে পারে ঘুষ, আত্মীয়তা, বা স্বেচ্ছাচারীতার কারণে অথবা অন্য কোন কারণে। যে সমস্ত শাসকদের ব্যাপারে সালাফগণ বলেছেন, 'এদের উপরুক্ত কাজ ছোট কুফর বলে পরিগণিত হবে ফলে তারা কাফের হবে না'।

মুসলিম দেশসমূহের রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা থেকে ধর্মকে পৃথকীকরণ, মানব রচিত সংবিধান দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনার মত জঘন্যতম অপরাধ সালাফগণের সময় বিদ্যমান ছিল না। তখন খুব বেশী হলে যা ঘটত তা হলো, বিচারকগণ প্রবৃত্তির তাড়নায় শর'য়ী বিধান প্রয়োগে শিথিলতা প্রদর্শন করতো। এ কারণে সালাফগণ তাদেরকে জঘন্য অপরাধী হিসেবে আখ্যায়িত করতেন। তাদের সংশ্রব থেকে বেঁচে থাকতে আদেশ প্রদান করতেন। তবে তাদেরকে কাফের বলা থেকে বিরত থাকতেন। শাসকদের দরবারে ঘোরাফেরাকারী সুযোগ সন্ধানী কিছু ব্যক্তি এর থেকেই নিজেদের প্রবৃত্তির অনূকুলে দলিল পেয়ে যায়। বলতে থকে, যারা আল্লাহর বিধান দ্বারা বিচার ফয়সালা করে না তাদেরকে সালাফগণ

কাফের বলেনি। তাই তাদেরকে কাফের আখ্যায়িত করা সঠিক নয়। অথচ তারা ভুলে যায় উভয় শ্রেণীর মধ্যকার বিস্তর ব্যবধান। তারা বুঝতে পারে না যে, নিষিদ্ধ করা ও প্রয়োগে শিথিলতা এক ব্যাপার নয়। রাষ্ট্রীয় সংবিধানে ইসলামি আইনকে সামগ্রিক ভাবে রহিত করা আর কোন একজন বিচারক ব্যক্তিস্বার্থে বিচার কার্যে ক্রটি করার মধ্যকার বিশাল এই পার্থক্য - তাকে কে বোঝাবে?

স্বরচিত সংবিধান দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনার মত নিকৃষ্টতম কাজ ইসলামের ইতিহাসে ইতিপূর্বে শুধু একবারই ঘটেছিল, তাতারদের সময়কালে। তাতাররা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যায়। কিন্তু বিচারকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে কুরআন সুন্নাহকে সংবিধান হিসেবে গ্রহণ করে না। বরং কুরআনের সাথে সাথে তাওরাত ও ইঞ্জিল থেকে কিছু কিছু বিধান নিয়ে ও নিজেদের চিন্তা প্রসূত কিছু বিধান মিলিয়ে একত্র করে একটি সংবিধান রচনা করে। যার নাম দেয় **ইয়াসিক।** আর এই সংবিধান দ্বারা তারা বিচার ফয়সালা করতে থাকে। ফলে তৎকালীন যুগশ্রেষ্ঠ আলেম আল্লামা ইবনে কাসীর (রহঃ) সহ অন্যান্য আলেমগণ উপরুক্ত কাজের কারণে তাদেরকে মুরতাদ বলে ফতওয়া প্রদান করেন। (যা

ইনশাআল্লাহ সামনে বিস্তারিত উল্লেখ করা হবে)। ইসলামের ইতিহাসে সেই প্রথম আর খেলাফতে উসমানিয়া পতনের পর থেকে নিয়ে বর্তমান সময় পর্যন্ত এই আপদ মুসলমানদের মাথার উপর চেপে আছে। আর উভয় সময়কারই যুগ শ্রেষ্ঠ আলেমগণ এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করেছেন।

তাই উপরুক্ত বিষয়ে সংশয় সৃষ্টির কোন সুযোগ নেই। যেমনিভাবে মাগরীবের নামাজ নিজে আদায় না করা আর নামাজকে রাষ্ট্রীয়ভাবে নিষিদ্ধ করা বা তিন রাকাত নামাজকে দুই রাকাত বা চার রাকাত করে আদায় করতে বাধ্য করা এক ব্যাপার নয়। তেমনি ভাবে হুদুদ, কেসাস, পর্দা, মিরাছ ও জিহাদ সহ অন্যান্য বিধান নিজে পালন না করা বা এ সকল বিধান প্রয়োগে শিথিলতা করা, আর রাষ্ট্রীয়ভাবে এর বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করা , লক্ষ-কোটি জনতাকে সে আইন মানতে বাধ্য করা , না মানলে শা স্তি প্রদান করাও এক ব্যাপার নয়। তাই সাবধান! আমরা যেন উপরুক্ত বিষয়ে তালগোল পাকিয়ে না ফেলি।



যে শাসক রাষ্ট্রীয় সংবিধান থেকে শরয়ী বিধান সমূহকে রহিত করে, মানব রচিত সংবিধান দ্বারা দেশ পরিচালনা করে , আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক প্রদত্ত হালালগুলোকে রাষ্ট্রীয়ভাবে অবৈধ ঘোষণা করে আর হারামগুলোকে বৈধ সাব্যস্ত করে , ইসলামী শরীয়াতের উপর ভিন্ন কোন মতবাদকে প্রাধান্য দান করে, সে ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত কাফের ও মুরতাদ হয়ে যায়।

কিতাবুল্লাহ, সুন্নাহ্ ও উম্মাতের ফুক্বাহাগণের ইজমা থেকে দলিল

কিতাবুল্লাহ থেকে দলিল

দলিল নং ১:

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন:

إتخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পাদ্রী ও ধর্ম-যাজকদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে এবং মারিয়ামের পুত্র মসীহকেও, অথচ তাদের প্রতি শুধু এই আদেশ করা হয়েছিল যে তারা শুধু এক মা 'বুদের ইবাদত করবে যিনি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। তিনি তাদের অংশী স্থির করা হতে পবিত্র। [সূরা তাওবা: ৩১]

উপরুক্ত আয়াতটি থেকে স্বাভাবিক ভাবে একটি ব্যাপার বুঝে আসে না – "**তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পাদ্রী ও ধর্ম -যাজকদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে ।**" অথচ তারা তাদেরকে রব বলে বিশ্বাস বা স্বীকার করতো না বা তাদের ইবাদতও করতো না। বরং তারা আল্লাহকেই রব বলে স্বীকার করতো ও তাঁরই ইবাদত করতো।

হাদীস শরীফে এসেছে ইমাম বুখারী (রহঃ) বর্ণনা করেন:

غطيف بن أعين الشيباني قال إبراهيم نا مالك بن إسماعيل قال نا عبد السلام بن حرب قال نا غطيف بن أعين عن مصعب بن سعد عن عدي بن حاتم قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب فقال يا عدي اطرح هذا الوثن من عنقك فطرحته فانتهيت إليه وهو يقرأ في سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فقلت إنا لسنا نعبدهم قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرمون ما أحل الله فتحرمون ويحلون ما حرم الله فتستحلون قلت بلى قال فتلك عبادتهم

আদী ইবনে হাতেম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি গলায় একটি ক্রুশ ঝুলন্ত অবস্থায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এলে তিনি বললেন, হে আদী এই মূর্তিটি তুমি তোমার গলা থেকে ছুঁড়ে ফেল। ফলে আমি তা খুলে ফেললাম, অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটে এসে দেখতে পেলাম, তিনি সূরা তাওবা তিলাওয়াত করছেন: **“তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পাদ্রী ও ধর্ম - যাজকদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে ”।** আমি বললাম, আমরা তো তাদের ইবাদত করতাম না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ তায়ালা যা হালাল করেছেন তারা তা হারাম করতো আর তোমরাও তা হারাম মানতে এবং আল্লাহ তায়ালা যা হারাম করেছেন তারা তা হালাল করতো আর তোমরাও তাকে হালাল ভাবতে। আমি বললাম, হ্যাঁ এমনটিই। তিনি বললেন, এটিই তাদের ইবাদত। [তারিখুল কাবীর লিল ইমাম বুখারী ৭ম খন্ড ৪৭১ নং হাদীস; সুনানে তিরমিযি: ৩০৯৫; মু'জামুল কাবীর লিত তাবারানী: ১৭/৯২/২১৮,২১৯; সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী: ২০৩৫০ (সনদ: হাসান সহীহ)]

এই হাদীস থেকে উপরুক্ত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় -

পাদ্রী ও ধর্ম-যাজকেরা আল্লাহ কর্তৃক হালালকে হারাম আর হারামকে হালাল করতো। যার ফলশ্রুতিতে তারা মিথ্যা রবের স্থানে সমাসীন হয়েছে। আর যারা এক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য করেছে তারা বাস্তবে তাদেরকেই রব হিসেবে মেনে নিয়েছে। তারা যদিও

আল্লাহ তায়ালারই ইবাদত করতো কিন্তু জীবনের নানা ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানকে বাদ দিয়ে পাদ্রী সন্ন্যাসীদের বিধান গ্রহণ করেছিল৷ তাই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, তারা আল্লাহ ব্যতিরেকে তাদের পাদ্রী ও ধর্ম-যাজকদেরকে তাদের রব রূপে গ্রহণ করেছে৷

উম্মাতের মুফাস্‌সিরগণ এই একই ব্যাখ্যা দিয়েছেন:

হুযায়ফা (রাদিঃ) এর ব্যাখ্যা:

"عن أبي البختري قال: قيل لحذيفة أرأيت قول الله اتخذوا أحبارهم؟ قال: أما إنهم لم يكونوا يصومون لهم ولا يصلون لهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئاً أحله الله لهم حرموه، فتلك كانت ربوبيتهم

আবুল বুখতারী (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযায়ফা (রাদিঃ) কে বলা হলো আল্লাহর বাণী { اتخذوا أحبارهم} সম্পর্কে আপনার মতামত কী? তিনি বলেন, তারা তো পাদ্রী ও ধর্ম-যাজকদের উদ্দেশ্যে নামায-রোজা করতো না| কিন্তু তাদের অবস্থা ছিল, যখন পাদ্রীরা তাদের জন্য কোন কিছুকে হালাল করতো তারাও তাকে হালাল মনে করতো| আল্লাহ কর্তৃক কোন হালালকে যদি পাদ্রীরা হারাম করতো তারাও তা হারাম ভাবত, এটাই ছিল তাদেরকে রব হিসেবে মেনে নেয়া৷ (তাফসীরুত তবারী, হাদীস নং- ১৬৬৩৬)

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিঃ) এর ব্যাখ্যা:

(اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ) قال عبد الله بن عباس: لم يأمروهم أن يسجدوا لهم، ولكن أمروهم بمعصية الله فأطاعوهم، فسماهم الله بذلك أرباباً"

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিঃ) বলেন: পাদ্রীরা তাদেরকে নিজেদের সিজদাহ্‌ করতে আদেশ করতো না৷ বরং তাদেরকে আল্লাহর অবাধ্যতার আদেশ দিত, আর তারা তাদের অনুসরণ করতো | এ কারণেই আল্লাহ তাদেরকে রব হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন৷ (তাফসীরুত তবারী, হাদীস নং- ১৬৬৪১)

ইমাম তবারী (রহঃ) (أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ) ব্যাখ্যায় বলেন:

يعني سادة لهم من دون الله، يطيعونهم في معاصي الله، فيحلون ما أحلوه لهم مما قد حرمه الله عليهم، ويحرمون ما يحرمونه عليهم، مما قد أحله الله لهم.

অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতিরেকে তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে আল্লাহর অবাধ্যতায় আনুগত্য করে৷ আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত যে বিষয়কে তারা হালাল করেছে এরা তাকে হালাল ভাবে, আল্লাহ কর্তৃক হালালকৃত যে বিষয়কে তারা হারাম করেছে এরাও তাকে হারাম মনে করে৷ [তাফসীরুত তবারী, খন্ড:১৪, পৃষ্ঠা:২১৯]

আমাদের মাযহাবের প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর ইমাম জাস্সাস (রহঃ) বলেন:

"وإنما وصفهم الله تعالى بأنهم اتخذوهم أرباباً، لأنهم أنزلوهم منزلة ربهم وخالقهم في قبول تحريمهم وتحليلهم، لما لم يحرمه الله، ولم يحلله، ولا يستحق أحد أن يطاع بمثله إلا الله تعالى، الذي هو خالقهم. والمكلفون كلهم متساوون في لزوم عبادة الله واتباع أمره وتوجيه العبادة إليه دون غيره"

আল্লাহ তায়ালা এদেরকে এই বিশেষণে অবহিত করেছেন যে, এরা পাদ্রী ও ধর্মযাজকদেরকে রব হিসাবে গ্রহণ করেছে | কেননা তারা তাদেরকে তাদের রব ও সৃষ্টিকর্তার আসনে সমাসীন করিয়েছে৷ তারা তাদের এমন হালাল-হারাম গ্রহণ করেছে যাকে আল্লাহ তায়ালা হালাল-হারাম করেননি৷ এধরনের আনুগত্যের অধিকারী একমাত্র সেই আল্লাহ রব্বুল আলামীন যিনি তাদের সৃষ্টিকর্তা৷ আর বান্দারা তাঁর ইবাদত ও আদেশ পালন করার ক্ষেত্রে এবং ইবাদতকে শুধু তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে সকলেই সমান৷ [আহকামুল কুরআন, খন্ড:২, পৃষ্ঠা:২৯৭]

আল্লামা শানক্বিতী (রহঃ) বলেন:

وَقَوْلِهِ: اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ [9 \ 31] ، فَإِنَّ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا قَالَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : كَيْفَ اتَّخَذُوهُمْ أَرْبَابًا ؟ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «إِنَّهُمْ أَحَلُّوا لَهُمْ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ، وَحَرَّمُوا عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَاتَّبَعُوهُمْ» ، وَذَلِكَ هُوَ مَعْنَى اتِّخَاذِهِمْ إِيَّاهُمْ أَرْبَابًا . وَيُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْآيَاتِ بِوُضُوحٍ لَا لَبْسَ فِيهِ أَنَّ مَنِ اتَّبَعَ تَشْرِيعَ الشَّيْطَانِ مُؤْثِرًا لَهُ عَلَى مَا

جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ ، فَهُوَ كَافِرٌ بِاللَّهِ ، عَابِدٌ لِلشَّيْطَانِ ، مُتَّخِذٌ الشَّيْطَانَ رَبًّا ، وَإِنْ سَمَّى اتِّبَاعَهُ لِلشَّيْطَانِ بِمَا شَاءَ مِنَ الْأَسْمَاءِ ; لِأَنَّ الْحَقَائِقَ لَا تَتَغَيَّرُ بِإِطْلَاقِ الْأَلْفَاظِ عَلَيْهَا ، كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ.

আল্লাহ তায়ালার বাণী: **"তারা আল্লাহকে ব্যতিরেকে তাদের পাদ্রী ও ধর্মযাজকদেরকে রব রূপে গ্রহণ করেছে"** - আদী বিন হাতিম (রাঃ) যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, কিভাবে তারা তাদেরকে রব হিসাবে গ্রহণ করেছে? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন: আল্লাহ তায়ালা যা হারাম করেছিলেন তারা এদের জন্য তা বৈধ করেছে। আর আল্লাহ তায়ালা যা হালাল করেছিলেন তারা এদের জন্য তা হারাম করেছে। আর এরা তাদের অনুসরণ করেছে।" আর তাদের কে রব হিসাবে গ্রহণ করার অর্থ এটাই। এ আয়াতগুলো থেকে স্পষ্ট ভাবে কোন ধরনের সংশয় ব্যতীত বুঝে আসে, যে ব্যক্তি রসূলদের আনিত বিধানের উপর শয়তনের বিধানকে অগ্রাধিকার দিয়ে তার অনুসরণ করবে, সে আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকারকারী, শয়তানের ইবাদাতকারী, শয়তানকেই রব হিসাবে গ্রহণকারী। তার এ অনুসরণকে সে যে নামেই অভিহত করুক না কেন। কেননা শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে বাস্তবতাকে পরিবর্তন করা যায় না। যা স্পষ্ট বিষয়। [তাফসীরে আদ-ওয়াউল বয়ান, খন্ড:১,পৃষ্ঠা:৩০৭]

উপরক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হলো, ইহুদী-খৃষ্টানরা তাদের ধর্মগুরুদের সামনে রুকু বা সিজদা করতো না। তারা যা করতো - ধর্মগুরুরা যা বৈধ করতো তাকে তারাও বৈধ হিসাবে মেনে নিতো। তারা যা অবৈধ ঘোষণা করতো তাকে তারাও অবৈধ হিসাবে মেনে নিতো। আর উক্ত কাজটির পরিপে ক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা দিয়েছেন তোমরা তাদেরকেই মূলত রব হিসাবে মেনে নিয়েছো। আর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটিকেই তাদের ইবাদত বলে আখ্যায়িত করেছেন।

নির্দেশনা:

যারা রাষ্ট্রীয়ভাবে আল্লাহ প্রদত্ত হালালগুলোকে অবৈধ করছে, হারামগুলোকে বৈধ করছে শুধু এখানেই ক্ষান্ত নয়, বরং আল্লাহর বান্দাদেরকে তা মানতে বাধ্য করছে , না মানলে শাস্তি প্রদান করছে , তারাও নিজেদেরকে মিথ্যা রবের স্থানে বসিয়েছে৷ আল্লাহ তায়ালার রুবূবিয়্যাতের ক্ষেত্রে নিজেদেরকে শরীক করছে৷ কেননা উপরুক্ত ক্ষমতা শুধু একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই কর্তৃত্বে। সুতরাং তারা মুমিন ও মুসলিম নয়, হতে পারে না৷ বরং তারা অবিশ্বাসী ও কাফের৷

দলিল নং ২:

وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

নিশ্চয়ই শয়তানরা তাদের বন্ধুদের নিকট ওহী প্রেরণ করে, যাতে তারা তোমাদের সাথে বিতর্ক করে৷ আর যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, নিশ্চিত তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে৷ [সূরা আনআম: ১২১]

ইবনে কাসীর (রহঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন :

وقوله تعالى: (وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ) أي حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إِلَى قول غيره ، فقدمتم ذلك، فهذا هو الشرك

আল্লাহর তায়ালার বাণী - "যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে"

অর্থাৎ তোমরা যদি আল্লাহর আদেশ ও শরীয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্য কারো কথার দিকে দৃষ্টি দাও এবং সেটিকেই প্রাধান্য দাও তাহলে সেটি হবে শিরক৷ [তাফসীরে ইবনে কাছীর, খন্ড:৩, পৃষ্ঠা:৩২৯]

আল্লামা শানক্বিতী (রহঃ) এ আয়াত প্রসঙ্গে বলেন:

أَنَّ مُتَّبِعِي أَحْكَامِ الْمُشَرِّعِينَ غَيْرِ مَا شَرَعَهُ اللَّهُ أَنَّهُمْ مُشْرِكُونَ بِاللَّهِ ، وَهَذَا الْمَفْهُومُ جَاءَ مُبَيَّنًا فِي آيَاتٍ أُخَرَ، كَقَوْلِهِ فِيمَنِ اتَّبَعَ تَشْرِيعَ الشَّيْطَانِ فِي إِبَاحَةِ الْمَيْتَةِ بِدَعْوَى أَنَّهَا ذَبِيحَةُ اللَّهِ : وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ [6 \

121] ، فَصَرَّحَ بِأَنَّهُمْ مُشْرِكُونَ بِطَاعَتِهِمْ ، وَهَذَا الْإِشْرَاكُ فِي الطَّاعَةِ ، وَاتِّبَاعِ التَّشْرِيعِ الْمُخَالِفِ لِمَا شَرَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى[54/10]

আল্লাহ তায়ালার প্রদানকৃত শরীয়াত ব্যতিরেকে অন্যান্য আইন প্রণেতাদের দেয়া বিধানের অনুসারীরা আল্লাহ তায়ালার সাথে শিরককারী। আর এ বিষয়টি অন্যান্য একাধিক আয়াতে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। যেমন: যে ব্যক্তি মৃত প্রাণী বৈধ হওয়ার ব্যাপারে শয়তানের বিধানের আনুসরণ করে, এই যুক্তি দিয়ে যে, এটা তো আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে যবেহকৃত। আল্লাহ তাআলার বাণী: যেসব জন্তুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয় না, সেগুলো থেকে ভক্ষণ করো না; এ ভক্ষণ করা গোনাহ। নিশ্চয়ই শয়তানরা তাদের বন্ধুদের নিকট ওহী প্রেরণ করে, যাতে তারা তোমাদের সাথে বিতর্ক করে। আর যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, নিশ্চিত তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে। [সূরা আনআম: ১২১] আল্লাহ তায়ালা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন, তাদের অনুসরণ করলে এরা মুশরিক হয়ে যাবে। আর এটি আনুগত্য ও আল্লাহ তায়ালার বিধানের বিপরীত ভিন্ন বিধানের অনুসরণের ক্ষেত্রে শিরক। [তাফসীরে আদ-ওয়াউল বয়ান, খন্ড:৩,পৃষ্ঠা:২৫৯]

তিনি আরো বলেন:

وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ [6 \ 121] فَهِيَ فَتْوَى سَمَاوِيَّةٌ مِنَ الْخَالِقِ - جَلَّ وَعَلَا - صَرَّحَ فِيهَا بِأَنَّ مُتَّبِعَ تَشْرِيعِ الشَّيْطَانِ الْمُخَالِفِ لِتَشْرِيعِ الرَّحْمَنِ - مُشْرِكٌ بِاللَّهِ .[259/3]

এটি মহান স্রষ্টার পক্ষ থেকে আসমানী ফতওয়া । এতে তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, রহমানের শরীয়াতের বিপরীত শয়তানের বিধানের অনুসারি ব্যক্তি মুশরিক, আল্লাহ তায়ালার সাথে শিরককারী। [তাফসীরে আদ-ওয়াউল বয়ান, খন্ড:৭,পৃষ্ঠা:৫৪]

নির্দেশনা:

উপরুক্ত আয়াতে ঐ সকল ব্যক্তিকে মুশরিক বলা হচ্ছে যারা ইসলামী শরীয়াতের বিপরীত মানুষের বিধানের অনুসারি | তাহলে ঐ সকল ব্যক্তির অবস্থা কি হতে পারে, যারা নিজেরাই ইসলামী শরীয়াতের বিপরীত আইন প্রণয়ণ করছে। অবশ্যই তারা মুমিন ও মুসলিম নয়, হতে পারে না। বরং তারা অবিশ্বাসী ও কাফের।

দলিল নং ৩:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا

আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবী করে যে, যা আপনার প্রতি অবর্তীণ হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা অবর্তীণ হয়েছে তার উপর তারা ঈমান এনেছে, ইহা সত্ত্বেও তারা তাগূতের কাছে বিচার প্রার্থনার ইচ্ছা পোষণ করছে। অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল যাতে তারা তকে অস্বীকার করে। প ক্ষান্তরে শয়তান ইচ্ছা করছে তাদেরকে পরিপূর্ণ পথভ্রষ্ট করে ফেলতে। [সূরা-নিসা, আয়াত:৬০]

আল্লামা ইবনে কাসীর (রহঃ) এর ব্যাখ্যা করেন:

هذا إنكار من الله عز وجل، على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين، وهو مع ذلك يريد التحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله، كما ذكر في سبب نزول هذه الآية: أنها في رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصما، فجعل اليهودي يقول: بيني وبينك محمد. وذاك يقول: بيني وبينك كعب بن الأشرف. وقيل: في جماعة من المنافقين، ممن أظهروا الإسلام، أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية. وقيل غير ذلك، والآية أعم من ذلك كله، فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة، وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هاهنا؛

এ আয়াতটি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এমন ব্যক্তির দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে, যে দাবী করে, আল্লাহ তায়ালা তার রসূলের উপর ও পূর্ববর্তী আম্বিয়াদের উপর যা অবর্তীণ করেছেন সে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে অথচ সে বিবাদমান বিষয়াদিতে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাহকে ছেড়ে ভিন্ন কোন কিছুর কাছে বিচার ফায়সালা চায় । এ আয়াতের সাবাবে নুযূলে যেমনটি বর্ণিত হয়েছে, একজন আনসারী ও একজন ইহুদী পরস্পর বিবাদে জড়িয়ে পড়ল। ইহুদী বললো: তোমার ও আমার মাঝে ফায়সালা করবে মুহাম্মাদ। আনসারী বললো: তোমার ও আমার মাঝে ফায়সালা করবে কা'আব বিন আশরাফ। আরো বলা হয়ে থাকে: [আয়াতটি অবর্তীণ হয়েছে] এমন একদল মুনাফিকের ব্যাপারে যারা বাহ্যিকভাবে ইসলাম প্রকাশ করতো আর জাহিলিয়াতের বিধান দিয়ে ফায়সালাকারী বিচারকদের কাছে বিচার প্রার্থনার ইচ্ছা পোষণ করতো। কেউ আবার অন্য মত ব্যক্ত করেছেন। <u>আয়াতটি এ ধরনের সকল ব্যাখ্যার চেয়ে ব্যাপক। কেননা আয়াতটি প্রত্যেক এমন ব্যক্তিকে তিরষ্কার করছে, যে কুরআন সুন্নাহ থেকে ফিরে যায় এবং এ দুটি ব্যতিরেকে অন্য কোন বাতিলের কাছে বিচার প্রার্থনা করে। [আর যার কাছে বিচার প্রার্থনা করে] এ আয়াতে তাগূত দ্বারা তাকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে।</u> [তাফসীরে ইবনে কাছীর, খন্ড:২,পৃষ্ঠা:৩৪৬]

ইমাম তবারী (রহঃ) তাগূতের সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে:

والصواب من القول عندي في"الطاغوت"، أنه كل ذي طغيان على الله، فعبد من دونه، إما بقهر منه لمن عبده، وإما بطاعة ممن عبده له، وإنسانا كان ذلك المعبود، أو شيطانا، أو وثنا، أو صنما، أو كائنا ما كان من شيء.

আমার মতে তাগূতের সঠিক সংজ্ঞা হলো: সেই হলো তাগূত যে আল্লাহ তায়ালার অবাধ্য হয়। ফলে আল্লাহ তায়ালাকে ব্যতিরেকে তারই উপাসনা করা হয়, হয়তো তার পক্ষ থেকে উপাসনাকারীকে বাধ্য করার কারণে অথবা উপাসনাকারীর তার প্রতি আনুগত্য থাকার কারণে। সেই উপাস্য হতে পারে মানুষ অথবা শয়তান, মূর্তি অথবা ভিন্ন কোন পূজনীয় বস্তু বা অন্য যে কোন বস্তু। [তাফসীরে তবারী, খন্ড:৩, পৃষ্ঠা:২১]

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) তাগূতের ব্যাখ্যা করেন:

الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله ، أو يعبدونه من دون الله ، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله ، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله) إعلام الموقعين 50/1).

তাগূত হলো: যার ব্যাপারে বান্দারা তার নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করে, হতে পারে তার উপাসনা করা হয়, অনুসরণ করা হয় অথবা আনুগত্য করা হয়। সুতরাং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে তাগূত হলো সেই ব্যক্তি, লোকেরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের বিপরীতে যার কাছে বিচার প্রার্থনা করে, আল্লাহ তায়ালাকে ব্যতিরেকে যার উপাসনা করে অথবা আল্লাহ রব্বুল আ'লামীনের (বিধানের) প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে যার অনুসরণ করে বা এমন বিষয়ে তার আনুগত্য করে যে বিষয়ে তারা জানে না যে এটাই আল্লাহর আনুগত্য। [ই'লামুল মুওাক্কি'য়ীন, খন্ড:১, পৃষ্ঠা:৫০]

আয়াতটি স্পষ্ট করছে, যে আল্লাহ তায়ালা র বিধানকে পিছনে ফেলে ভিন্ন কোন বিধান দ্বারা বিচার ফায়সালা করে সে তাগূত। আর যারা এখানেই ক্ষান্ত থাকে না, বরং মহান রবের বিধানগুলোকে পরিবর্তন করে নিজেরাই বিধান রচনা করে, দেশের মধ্যে সেই বিধানই বাস্তবায়ন করে, আল্লাহর বান্দাদেরকে সে বিধান মানতে বাধ্য করে, তার বিধান না মেনে আল্লাহ তায়ালার বিধান মানলে শাস্তি প্রদান করে, তাদের ব্যাপারে সম্মানিত পাঠকগণ কি বলবেন?! তারা কি তাগূত না কি আকবারুত তাওয়াগীত?!!!

আল্লামা সা'দী (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন:

يعجب تعالى عباده من حالة المنافقين. { الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ } مؤمنون بما جاء به الرسول وبما قبله، ومع هذا {يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ} وهو كل من حكم بغير شرع الله فهو طاغوت. والحال أنهم { قد أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ } فكيف يجتمع هذا والإيمان؟ فإن الإيمان يقتضي الانقياد لشرع الله وتحكيمه في كل أمر من الأمور، فمَنْ زعم أنه مؤمن واختار حكم الطاغوت على حكم الله، فهو كاذب في ذلك. وهذا من إضلال الشيطان إياهم، ولهذا قال: { وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالا بَعِيدًا } عن الحق.

আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদেরকে মুনাফিকদের অবস্থা বলে বিস্মিত করছেন। **“যারা দাবী করে যে তারা”** রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর এবং তাঁর পূর্বে যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে, ইহা সত্ত্বেও তারা **“তাগূতের কাছে বিচার প্রার্থনার ইচ্ছা পোষণ করছে”** , অথচ **“তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল যাতে তারা তাকে অস্বীকার করে”।** তাহলে ঈমান ও তাগূতের কাছে বিচার প্রার্থনার ইচ্ছা কিভাবে একত্রিত হতে পারে?! কেন না ঈমানের দাবী হলো: সকল বিষয়ে আল্লাহ তায়ালার শরীয়াতের আনুগত্য স্বীকার ও তাকেই ফায়সালাকারী নির্ধার ণ। সুতরাং যে ব্যক্তি দাবী করবে সে মুমিন আর আল্লাহ তায়ালার বিধানের বিপরীত তাগূতের বিধানকে নির্বাচন করবে সে নিজ দাবীতে মিথ্যাবাদী। আর এটি হবে শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করার কারণে। এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা বলছেন, **“শয়তান ইচ্ছা করছে তাদেরকে পরিপূর্ণ পথভ্রষ্ট করে ফেলতে”** হক্ব থেকে। [তাফসীরে সা'আদী, খন্ড:১, পৃষ্ঠা:১৮৪]

সম্মানিত পাঠক , আল্লাহ তায়ালার বিধান পরিবর্তনকারী শাসকদেরকে আহকামুল হাকিমীন মহান রব্বুল আলামীন তাগূত হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। ইমামগণও তাগূতের ব্যাখ্যায় এমনটি বলেছেন। তাই আমাদের উচিৎ এ ধরনের তাগূতদেরকে বর্জন করা।

<u>দলিল নং ৪ :</u>

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ

তাদের জন্য এমন কিছু শরীক আছে কি, যারা তাদের জন্য দ্বীনের এমন বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? [সূরা শুরা: ২১]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে কাসীর (রহঃ) বলেন:

"أي: هم لايتبعون ماشرع الله لك من الدين القويم، بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس، من تحريم ماحرموا عليهم، من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وتحليل الميتة والدم والقمار، إلى نحوذلك من الضلالات

والجهالة الباطلة، التي كانوا قد اخترعوها في جاهليتهم، من التحليل والتحريم، والعبادات الباطلة، والأقوال الفاسدة."

আল্লাহ তায়ালা আপনার জন্য যে প্রতিষ্ঠিত দ্বীন প্রদান করেছেন তারা তার অনুসরণ করে না। বরং তারা অনুসরণ করে মানুষ শয়তান ও জ্বিন শয়তান কর্তৃক প্রণীত বিধানের। তারা তাদের জন্য যা হারাম করেছে সেগুলোর; যেমন: বাহিয়া, সায়েবা, ওসিলা, হাম (নানা ধরনের উট)। আর তারা যা হালাল করেছে; যেমন: মৃত প্রাণী, রক্ত, জুয়া, এধরনের নানা অগ্রহণযোগ্য ভ্রষ্টতা ও অজ্ঞতাপূর্ণ বিষয়, যা তারা জাহেলী যুগে উদ্ভাবন করেছিল। হালালকে হারাম আর হারামকে হালাল করেছিল। নানা ভ্রান্তবাণী ও উদ্ভট উপাসনার সমাগম ঘটিয়েছিল। [তাফসীরে ইবনে কাছীর, খন্ড:৭, পৃষ্ঠা:১৯৮]

নির্দেশনা:

আবারো উপরুক্ত আয়াতে ঐ সকল ব্যক্তিকে তাদের 'শরীক দেবতা' বলা হচ্ছে যারা ইসলামী শরীয়াতের বিপরীত আইন প্রণয়ণ করছে, হালালকে হারাম আর হারামকে হালাল করেছে। তাই তারা মুমিন ও মুসলিম হতে পারে না। বরং তারা অবিশ্বাসী ও কাফের।

দলিল নং ৫:

أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون؟

তারা কি জাহিলিয়্যাতের বিধি-বিধান কামনা করে? বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতর বিধানদানকারী? [সূরা মায়িদাহ: ৫০]

ইমাম তবারী (রহঃ) এর ব্যাখ্যা করেনঃ

يقول تعالى ذكره: أيبغي هؤلاء اليهود الذين احتكموا إليك، فلم يرضوا بحكمك، إذ حكمت فيهم بالقسط "حكم الجاهلية"، يعني: أحكام عَبَدة الأوثان من أهل الشرك، وعندهم كتاب الله فيه بيان حقيقة الحكم الذي حكمت به فيهم، وأنه الحق الذي لا يجوزُ خلافه. ثم قال تعالى ذكره= موبِّخا لهؤلاء الذين أبوا قَبُول حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ولهم من اليهود، ومستجهلا فعلَهم ذلك

منهم=: ومَنْ هذا الذي هو أحسن حكمًا، أيها اليهود، من الله تعالى ذكره عند من كان يوقن بوحدانية الله، ويقرُّ بربوبيته؟ يقول تعالى ذكره: أيّ حكم أحسن من حكم الله، إن كنتم موقنين أن لكم ربًّا، وكنتم أهل توحيدٍ وإقرار به؟

আল্লাহ তায়ালা বলছেন: এ সকল ইহুদী যারা আপনার কাছে বিচার দায়ের করে, অত:পর আপনি যখন তাদের মাঝে ন্যায় ফায়সালা করেন, তারা আপনার ফায়সালার ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হয়। এরা কি "জাহিলিয়্যিয়াতের বিধান" কামনা করে? অর্থাৎ মুশরিক মূর্তিপুজারীদের বিধান কামনা করে। অথচ তাদের কাছে রয়েছে আল্লাহর কিতাব। আপনি তাদের মাঝে যে ফায়সালা করেছেন তার সততা তাতে বিদ্যমান আছে। আর এটাই হক্ক যার বিপরীত সব কিছু অবৈধ।

অত:পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফায়সালা পক্ষে-বিপক্ষে হবার কারণে ইহুদীদের মধ্য থেকে যারা তা মানতে অস্বীকার করেছে, তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা ভর্ৎসনা করছেন। এবং তাদের উক্ত কাজকে জাহিলিয়্যাত আখ্যায়িত করে বলছেন: ওরে ইয়াহুদ! যারা আল্লাহ তায়ালার ওয়াহদানিয়্যাতে বিশ্বাসী, যারা তার রুবূবিয়্যাতকে স্বীকার করে, তাদের জন্য আল্লাহ তায়ালার চেয়ে আর কে আছে উত্তম বিধানদানকারী।

আল্লাহ তায়ালা বলছেন, তোমারা যদি বিশ্বাস করো তোমাদের একজন রব আছেন, তোমরা তাঁর তাওহীদে বিশ্বাস করো, মুখে তার স্বীকারোক্তি দাও, তাহলে তোমাদের জন্য আল্লাহ তায়ালার বিধানের চেয়ে উত্তম বিধান আর কী হতে পারে?!!! [তাফসীরে তবারী, খন্ড:১০, পৃষ্ঠা:৩৯৪]

সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেন:

إن معنى الجاهلية يتحدد بهذا النص . فالجاهلية ـ كما يصفها الله ويحددها قرآنه ـ هي حكم البشر للبشر ، لأنها هي عبودية البشر للبشر ، والخروج من عبودية الله ، ورفض ألوهية الله ، والاعتراف في مقابل هذا الرفض بألوهية بعض البشر وبالعبودية لهم من دون الله.

إن الجاهلية ـ في ضوء هذا النص ـ ليست فترة من الزمان؛ ولكنها وضع من الأوضاع . هذا الوضع يوجد بالأمس ، ويوجد اليوم ، ويوجد غداً ، فيأخذ صفة

الجاهلية ، المقابلة للإسلام ، والمناقضة للإسلام . والناس - في أي زمان وفي أي مكان - إما أنهم يحكمون بشريعة الله - دون فتنة عن بعض منها - ويقبلونها ويسلمون بها تسليماً ، فهم إذن في دين الله . وإما إنهم يحكمون بشريعة من صنع البشر - في أي صورة من الصور - ويقبلونها فهم إذن في جاهلية؛ وهم في دين من يحكمون بشريعته ، وليسوا بحال في دين الله . والذي لا يبتغي حكم الله يبتغي حكم الجاهلية؛ والذي يرفض شريعة الله يقبل شريعة الجاهلية ، ويعيش في الجاهلية.

এই নসের মাধ্যমে জাহিলিয়্যাতের অর্থ নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং আল্লাহ তায়ালার বর্ণনা ও তাঁর কুরআনের সংজ্ঞা অনুযায়ী জাহিলিয়্যাত বলা হয়, মানুষের জন্য তৈরী মানুষের বিধানকে। কেননা এটা মানুষ কর্তৃক মানুষের দাসত্ব, আল্লাহ তায়ালার দাসত্বকে বর্জন। তার উলুহিয়্যাতকে প্রত্যখ্যান। এবং প্রত্যাখ্যানের পর তার মোকাবেলায় কতক মানুষের উলুহিয়্যাতকে গ্রহণ। আল্লাহ তায়ালার পরিবর্তে তাদের দাসত্বের সামনে আত্মসমর্পণ।

এই নসের আলোকে বোঝা যায় জাহিলিয়্যাত কোন এক সময়ের নাম নয়। জাহিলিয়্যাত হলো, এক ধরনের উদ্ভাবন ও প্রণয়নের নাম। যা বর্তমানে বিদ্যমান আছে, ভবিষ্যতেও বিদ্যমান থাকবে। যা আসে ইসলামের মোকাবেলায়, যার সাথে থাকে ইসলামের বৈপরীত্য।

মানুষরা যে সময়ে বা যে স্থানে অবস্থান করুক, হয়তো সে আল্লাহ তায়ালার শরীয়াত দ্বারা বিচার ফায়সালা করবে , [তাঁর কতক বিধান থেকে বিরত থাকা ব্যতীত] তা গ্রহণ করবে। পরিপূর্ণভাবে তার সামনে আত্মসমর্পণ করবে। তাহলেই তারা আল্লাহ তায়ালার দ্বীনের মধ্যে আছে বলে গণ্য হবে। আর হয়তো তারা মানব রচিত সংবিধান দ্বারা বিচার ফায়সালা করবে [যে কোন অবস্থাতেই করুক না কেন] তা গ্রহণ করে নেবে , তাহলে তারা জাহিলিয়্যাতের মাঝে আছে বলে পরিগণিত হবে। তাদেরকে তার দ্বীনের মাঝে গণ্য করা হবে যার শরীয়াত দ্বারা তারা বিচার ফায়সালা করছে। কোন অবস্থাতেই তাদেরকে

আল্লাহ তায়ালার দ্বীনের অনুসারী বলা হবে না। যে আল্লাহর বিধান কামনা করে না সেই জাহিলিয়্যাতের বিধান কামনা করে। যে আল্লাহর শরীয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে সেই জাহিলিয়্যাতের শরীয়াতকে গ্রহণ করে ও তা অনুযায়ী জীবন যাপন করে। [ফী-যিলালিল কুরআন, খন্ড:২, পৃষ্ঠা:৩৮৪]

এমন কি তিনি আরো বলেন:

إما إسلام وإما جاهلية . إما إيمان وإما كفر . إما حكم الله وإما حكم الجاهلية . والذين لا يحكمون بما أنزل الله هم الكافرون الظالمون الفاسقون . والذين لا يقبلون حكم الله من المحكومين ما هم بمؤمنين. .

হয়তো ইসলাম নয়ত জাহিলিয়্যাত। হয়তো ঈমান নয়ত কুফর। হয়তো আল্লাহর হুকুম নয়ত জাহিলিয়্যাতের বিধান। আর যারা আল্লাহর বিধান দ্বারা বিচার ফায়সালা করে না তারা কাফের, জালিম, ফাসেক। যে সমস্ত বিচার প্রার্থীরা আল্লাহর বিধান গ্রহণ করে না তারা মুমিন নয়। [ফী-যিলালিল কুরআন, খন্ড:২, পৃষ্ঠা:৩৮৫]

আল্লামা ইবনে কাসীর (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাতারদের নিয়ে আলোচনা করেন। তারা যে রাষ্ট্রীয়ভাবে আল্লাহর বিধান পরিবর্তন করেছিল সে কথা উল্লেখ করে বলেন :

....جنكز خان الذي وضع لهم الياسق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الاسلامية وغيرها.
وفيها كثير من الاحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ

وفيها كثير من الاحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ
فمن

فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير]تفسير ابن كثير [

......চেঙ্গিস খানই "ইয়াসিক" নামক সংবিধান প্রণয়ন করেছে। ইয়াসিক হলো ইসলামী, নাসরানি, ইহুদীসহ বিভিন্ন শরীয়াতের মিশ্রণে গঠিত একটি সংবিধান। তাতে এমন অনেক বিধানও আছে, যা সে শুধুমাত্র নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তা থেকেই গ্রহণ করেছে। আর সেটাই তার সম্প্রদায়ের নিকট পরিণত হয়েছে অনুসরণীয় একটি সংবিধানরূপে। ইয়াসিককে তারা আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুন্নাহর উপর প্রাধান্য দেয়। যে ব্যক্তি এমন কাজ করবে সে কাফের হয়ে যাবে। তার বিরুদ্ধে কিতাল করা ওয়াজিব। যতক্ষণ পর্যন্ত সে আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুন্নাহর দিকে ফিরে না আসে, এবং কম হোক বেশি হোক কোন অবস্থাতেই আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য কোন বিধান দ্বারা ফয়সালা না করে। [তাফসীর ইবনে কাসীর, খন্ড:৩, পৃষ্ঠা: ১৩১]

নির্দেশনা:

আমরা উক্ত আয়াত সম্পর্কে মুফাসসিরগণের অভিমত দেখতে পেলাম। তাদের ব্যাখ্যা জানতে পরলাম। আমরা আমাদের সমাজে পরিচালিত শাসনব্যবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করি, এটা কি নব্য জাহিলিয়্যাত নয়?! পাঠকগণকে অনুরোধ করবো তারা যেন ইতিহাস থেকে তাতারদের সংবিধান সম্পর্কে জেনে নেয়। নিশ্চয় তারা বুঝতে পারবে আমাদের সমাজে প্রচলিত সংবিধান সেই ইয়াসিকের চেয়েও জঘন্য, নিকৃষ্ট। কেননা ইয়াসীকের মাঝেতো অপরাধগুলোকে অপরাধ বলে স্বীকার করা হয়েছে ও তার শা স্তি বিধান করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের সমাজে প্রচলিত মানব রচিত সংবিধানগুলোতো অনেক অপরাধকে অপরাধ বলেই স্বীকার করা হয়নি বরং কোন কোন ক্ষেত্রে তো অপরাধকে ভাল কাজ হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। ইয়াসিকের ব্যাপারে যদি তৎকালীন যুগশ্রে ষ্ঠ আলেমগণের অভিমত এমনটি হয় , তাহলে বর্তমান সংবিধান রচনাকারীদের ব্যাপারে অভিমত কী হতে পারে?!!! আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে হেফাজত করুন।

দলিল নং ৬:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

কিন্তু না! আপনার রবের কসম, তারা ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে বিচারক নির্ধারণ করে, অতঃপর আপনি যে ফয়সালা দেন সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোন দ্বিধা-সংকোচ অনুভব না করে এবং পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে। [সূরা নিসা: ৬৫]

আল্লামা ইবনে কাসীর (রহঃ) এর ব্যাখ্যা করেন:

يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة: أنه لا يؤمن أحد حتى يُحَكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا؛ ولهذا قال: { ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا } أي: إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به، وينقادون له في الظاهر والباطن فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة،

মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর পবিত্র ও সম্মানিত সত্তার শপথ করে বলছেন, কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না সকল বিষয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিচারক নির্ধারণ করে। তিনি যে ফায়সালা প্রদান করেন তাই হক্ব বলে গণ্য হবে, বাহ্যিকভাবে ও আন্তরিকভাবে তারই আনুগত্য স্বীকার করতে হবে। এ কারণে বলেছেন: **“অতঃপর আপনি যে ফয়সালা দেন সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোন দ্বিধা-সংকোচ অনুভব না করে এবং পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে”** অর্থাৎ তারা যখন তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করবে তখন আন্তরিকভাবে তোমার আনুগত্য করবে, তুমি যে ফায়সালা প্রদান করবে সে ব্যাপারে নিজেদের হৃদয়ে কোন সংকীর্ণতা পাবে না। বাহ্যিকভাবে ও আন্তরিকভাবে তার আনুগত্য করবে। কোন ধরনের বাক-বিতন্ডা বা বিরোধিতা ব্যতীত তা পূর্ণরূপে মেনে নিবে। [তাফসীর ইবনে কাসীর, খন্ড:২, পৃষ্ঠা: ৩৪৯]

হাকীমুল উম্মাত আঈমান আজ-জাওয়াহেরী (দা.বা.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন :

فإذا زعم قوم أو جماعة أو شعب أو دولة أو حكومة أو نظام أنهم مسلمون يتبعون أحكام الإسلام، فلا بد أن يكونوا مسلِّمين بحق التشريع والحكم لله سبحانه. وإذا زعم أي من تلكم الفئات أنهم فئة مسلمة، ولكنهم لا يسلمون بحق التشريع والحكم لله سبحانه وتعالى، ولا يحكّمون شريعته في قضاياهم، فقد حكم عليهم القرآن حكماً بيناً، أنهم لا نصيب لهم من الإيمان. يقول الحق سبحانه وتعالى: (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَحَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْفِي أَنفُسِهِمْحَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا)

যখন কোন জাতি, দল, গোষ্ঠী, রাষ্ট্র বা প্রশাসন অথবা কোন সংগঠন দাবী করবে তারা মুসলমান, ইসলামের বিধি -বিধান অনুসরণকারী; তাদের জন্য অত্যাবশ্যক হবে, তারা আল্লাহ তায়ালার আইন ও বিধান প্রণয়নের হক্ককে মেনে নিবে। যদি তাদের মধ্য থেকে কোন গোষ্ঠী দাবী করে তারা মুসলমান, কিন্তু আইন ও বিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে আল্লাহর হক্ককে মেনে না নেয় , আর তারা তাদের মাঝে সংঘটিত সমস্যায় আল্লাহর শরীয়াতকে ফয়সালাকারী হিসেবে নির্ধারণ না করে তখন কুরআনই তাদের ব্যাপারে স্পষ্ট ফয়সালা দিয়ে দেয় যে তাদের সামান্যতম ঈমানও নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন : কিন্তু না! আপনার রবের কসম, তারা ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে বিচারক নির্ধারণ করে, অতঃপর আপনি যে ফয়সালা দেন সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোন দ্বিধা-সংকোচ অনুভব না করে এবং পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে। [সূরা নিসা: ৬৫] (আস-সুবহু ওয়াল-কিনদীল, অধ্যায়: প্রথম, পৃষ্ঠা-১)

কুরআন থেকে এতটুকু আলো চনাকেই যথেষ্ট মনে করলাম। আমাদের বিশ্বাস এর মাধ্যমেই আল্লাহর বিধানকে উপে ক্ষা করে মানব রচিত সংবিধান দ্বারা দেশ পরিচালনা করা যে কুফর ও রিদ্দাহ তা সম্মানিত পাঠকদের সামনে স্পষ্ট হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা যেন আমাকে ও আমাদেরকে কুরআনের পথে অবিচল রাখেন। আমীন!

[এছাড়া অন্যান্য আয়াতসমূ হের তাফসীর দেখুন, যেমন: মায়েদা: ৪৯; আন'আম: ৫৭, ১১৪; ইউসুফ: ৪০, ৬৭; রাদ্: ৪১; কাহাফ: ২৬; কাসাস: ৭০,৮৮; মু'মিন: ১২; শুরা: ১০; জাসিয়াহ: ১৮]

সুন্নাহ থেকে দলিল

দলিল নং ১:

হাফেজ ইবনে কাসীর (রহঃ) বর্ণনা করেন:

قال الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن دحيم في تفسيره: حدثنا شعيب بن شعيب، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا عتبة بن ضمرة، حدثني أبي أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى للمحق على المبطل، فقال المقضي عليه: لا أرضى، فقال صاحبه: فما تريد؟ قال: أن نذهب إلى أبي بكر الصديق، فذهبا إليه، فقال الذي قضى له: قد اختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى لي، فقال أبو بكر: فأنتما على ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأبى صاحبه أن يرضى، قال نأتي عمر بن الخطاب، فأتياه فقال المقضي له: قد اختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى لي عليه، فأبى أن يرضى، فسأله عمر بن الخطاب فقال كذلك، فدخل عمر منزله وخرج والسيف في يده قد سله، فضرب به رأس الذي أبى أن يرضى فقتله، فأنزل الله : (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم) الآية) أ.هـ

উৎবা বিন জামীরা (রহঃ) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন, আমার নিকট আমার পিতা বর্ণনা করেছেন: দুজন ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট বিচার দায়ের করল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে আর মিথ্যা দাবীদারের বিপক্ষে ফয়সালা দিলেন। রায় যার বিপক্ষে গিয়েছিল সে তার সাথীকে বললো, আমি সন্তুষ্ট নই। তার সাথী বললো, তুমি কি চাও? সে বললো, আমরা আবু বকর

(রাদিঃ) এর নিকট যাব, অতঃপর তারা আবু বকর (রাদিঃ) এর নিকট উপস্থিত হলো। যার পক্ষে রায় গিয়েছিল সে বললো, আমরা দুজন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট গেলে তিনি আমার পক্ষে রায় দেন। আবু বকর (রাদিঃ) বললেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ফয়সালা দিয়েছেন তার উপরই তোমরা স্থির থাক। তার সাথী তা মেনে নিতে অসম্মতি জানাল। সে বললো, চলো আমরা ওমর (রাদিঃ) এর

নিকট যাই। অতঃপর তারা তার নিকটে গেল। প্রথম ব্যক্তি বললো, আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট বিচার পেশ করলে তিনি আমার পক্ষে আর তার বিরুদ্ধে রায় দেন। ওমর (রাদিঃ) অপর ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলে সেও একই কথা

বললো। এমনটি শুনে ওমর (রাদিঃ) ঘরে প্রবেশ করলেন এবং ঘর থেকে একটি নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে বের হলেন। অতঃপর যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিচার মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে তার গর্দানে আঘাত করলেন। এবং তাকে হত্যা করে ফেললেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা অবতীর্ণ করলেন : **কিন্তু না! আপনার রবের কসম, তারা ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে বিচারক নির্ধারণ করে। [সূরা নিসা: ৬৫]** [হাদীস: হাসান, তাফসীরে ইবনে কাসীর, খন্ড:২, পৃষ্ঠা:৩৫২]

[হাদীসটির সনদ: হাদীসটিকে রিদওয়ান জামে‘য় রিদওয়া মুরসাল হাসান বলে উল্লেখ করেছেন, দেখুন: তাঁর তাহকীককৃর্ত, তাফসীরে ইবনে কাসীর। হাফেজ ইবনে তাইমিয়া রহ: তার প্রসিদ্ধ কিতাব সরিমুল মাসলুলের মধ্যে উক্ত রেওয়ায়েতটি উল্লেখ করে বলেছেন:

و هذا المرسل له شاهد من وجه آخر يصلح للاعتبار

এই মুরসাল রেওয়ায়েতটির অপর একটি শাহেদ রয়েছে। যা “ই‘তেবার” হবার যোগ্য। অত:পর তিনি উক্ত শাহেদ রেওয়ায়েতটি উল্লেখ করে বলেন, এই ঘটনাটি আমি উক্ত দুটি রেওয়ায়েত ছাড়াও ভিন্ন রেওয়াতে পেয়েছি। দেখুন: আস-সরেমুল মাসলুল, খন্ড:১, পৃষ্ঠা:৪৩]

<u>নির্দেশনা :</u>

১. যে ব্যক্তিকে ওমর (রাদিঃ) হত্যা করলেন তার ভিতরের অবস্থা ওমর (রাদিঃ) জানতেন না। বাহ্যিকভাবে সে মুসলিম হিসেবেই পরিচিত ছিল। ইসলামের কোন বিধানকে মৌখিকভাবে অস্বীকার করেনি। তার অপরাধ হলো, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একটি ফয়সালা নিজ প্রবৃত্তির বিপক্ষে যাওয়ার কারণে তা না

মেনে সে অন্য একজন সাহাবীর নিকট ফয়সালার জন্য গিয়েছিল। তার ব্যাপারে ওমর (রাদিঃ) এর ফয়সালা হলো নাঙ্গা তলোয়ার। কেননা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ফয়সালাকে প্রত্যাখ্যান করে ভিন্ন কোন ফয়সালা তালাশ হলো রিদ্দাহ।

২. ওমর (রাদিঃ) এর মতের স্বচ্ছতা ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আয়াত অবতীর্ণ করেন যে, তার এই ফয়সালাই সঠিক ছিল কেননা উপরুক্ত ব্যক্তি মুমিন ছিল না।

৩. যারা শরীয়াতের সকল বিধান পরিবর্তন করে নিজেরাই আইন রচনা করে, মুসলমানদেরকে সেই আইন মানতে বাধ্য করে, না মানলে শা স্তি প্রদান করে, তাদের ব্যাপারে ওমর (রাদিঃ) এর ফয়সালা কি হতে পারে? আর কুরআনই বা তাদের ব্যাপারে কি বলে?

দলিল নং ২:

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) বর্ণনা করেন:

روى إسحاق بن راهويه في تفسيره بأسناد صحيح عن الشعبي قال: كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين خصومة فدعا اليهودي المنافق إلى النبي لأنه علم أنه لا يقبل الرشوة، ودعا المنافق اليهودي إلى حكامهم لأنه علم أنهم يأخذونها فأنزل الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك......

ইসহাক বিন রাহবিয়া (রহঃ) সহীহ সনদে শা'বী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

এক ইহুদী ও মুনাফিকের মাঝে দ্বন্দ্ব হলো। ইহুদী বললো, চলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট যাই। কেননা সে জানত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুষ গ্রহণ করেন না। আর মুনাফিক ইহুদী বিচারকদের নিকট যেতে আহ্বান জানাল, কেননা সে জানত তারা ঘুষ গ্রহণ করে। তাই আল্লাহ তায়ালা অবতীর্ণ করলেন: **কিন্তু না! তোমার রবের কসম, তারা ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে। [সূরা নিসা: ৬৫]** [হাদীস: সহীহ, ফাতহুল বারী, অধ্যায়: সাকরুল আনহার, খন্ড:৫, পৃষ্ঠা:৩৭]

দলিল নং ৩:

ইমাম তবারী (রহঃ) বর্ণনা করেন:

عن مجاهد قال: "تنازع رجل من المنافقين ورجل من اليهود، فقال اليهودي اذهب بنا إلى محمد، وقال المنافق: اذهب بنا إلى كعب بن الأشرف فأنزل الله: (يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت) الآية، وهو كعب بن الأشر

মুজাহিদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি নিজ তাফসীরে উল্লেখ করেন : এক মুনাফিক ও এক ইহুদীর মাঝে দ্বন্দ্ব হলো। ইহুদী বললো, চলো আমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট যাই। আর মুনাফিক বললো, চলো আমরা কা'ব বিন আশরাফ এর নিকট যাই। তখন আল্লাহ তায়ালা অবতীর্ণ করলেন: **তারা তাগুতের নিকট বিচার-ফয়সালা করতে ইচ্ছা পোষণ করে । [সূরা নিসা: ৬০]** আর তাগুত হলো কা'ব বিন আশরাফ। [তাফসীরুত তবারী, খন্ড: ৮, হাদীস নং:৯৯০১, পৃষ্ঠা:৫১২]

ইবনে কাসীর (রহঃ) বলেন :

والآية أعم من ذلك كله، فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هنا

আয়াতটি এধরনের ব্যাখ্যার চেয়েও অধিক ব্যাপক। কেননা তা এমন ব্যক্তিদেরকে তিরস্কার করছে যারা কুরআন সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তা ব্যতিরেকে অন্য কোন বাতিলের কাছে বিচার প্রার্থনা করে। আর এখানে তাগুত দ্বারা তাকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। [তাফসীরে ইবনে কাছীর, খন্ড:২, পৃষ্ঠা:৩৪৬]

ইজমা থেকে দলিল

চার মাযহাবের ফক্বীহগণের (রহঃ) ফতওয়া

ফিক্বহে হানাফী

১. আল্লামা জাস্‌সাস (রহঃ) এর ফতওয়া:

আহকামুল হাকিমীন মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন :

فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

কিন্তু না! তোমার রবের কসম, তারা ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, অতঃপর তুমি যে ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোন দ্বিধা-সংকোচ অনুভব না করে এবং পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে। [সূরা নিসা: ৬৫]

উপরুক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আমাদের মাযহাবের বিশিষ্ট ফক্বীহ মুফাস্‌সীর আল্লামা জাস্‌সাস (রহঃ) বলেন:

وفي هذه الآية دلالة على أن من رد شيئاً من أوامر الله - تعالى - أو أوامر الرسول-صلى الله عليه وسلم- فهو خارج من الإسلام سواءً رده من جهة الشك فيه ، أو من جهة ترك القبول ، والامتناع عن التسليم وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة في حكمهم بارتداد من امتنع من أداء الزكاة وقتلهم وسبي ذراريهم. لأن الله تعالى حكم بأن من لم يسلم للنبي صلى الله عليه وسلم قضاءه وحكمه فليس من أهل الإيمان. " أحكام القرآن للجصاص"

এই আয়াতই প্রমাণ করে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার অথবা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদেশ-নিষেধ সমূহ থেকে কোন একটি বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করবে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। চাই সে সন্দেহবশত প্রত্যাখ্যান করুক; অথবা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাক ও মেনে নেয়া থেকে বিরত থাকুক। আয়াতটি সাহাবায়ে কেরামগণের মতামতকে সঠিক বলে সাব্যস্ত করে। তারা ঐ ব্যক্তিদেরকে মুরতাদ আখ্যায়িত করেছেন যারা যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি প্রকাশ করেছিল। তাদেরকে হত্যা ও

তাদের পরিবার পরিজনদেরকে বন্দীর বিধান দিয়েছিলেন। কেননা যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিধান ও ফয়সালাকে মেনে নিবে না তারা ঈমানদারদের দলভুক্ত নয়। [আহ্‌কামুল কুরআন লিল জাস্‌সাস: ৩/১৮১]

নির্দেশনা:

আল্লাহ তায়ালার একটি বিধান না মেনে নেবার কারণে সাহাবায়ে কেরাম উক্ত ব্যক্তিদেরকে মুরতাদ ফতওয়া দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। ইমাম জাস্‌সাস (রহঃ) বলেন: ‘‘যে ব্যক্তি কোনো একটি বিধানকে প্রত্যাখ্যান করবে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে।’’ আর যারা পুরো রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে আলাদা করছে, শ্লোগান তুলছে - ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার, আল্লাহ প্রদত্ত হালালগুলোকে রাষ্ট্রীয়ভাবে অবৈধ আর হারামগুলোকে রাষ্ট্রীয়ভাবে বৈধ করছে, তাদের বিধান কি হতে পারে পাঠক একটু ভাবুন!!

২. আল্লামা আলুসী (রহঃ) এর ফতওয়া:

আল্লামা আলুসী (রহঃ) বলেন:

لا شك في كفر من يستحسن القانون ويفضله على الشرع, ويقول هو أوفق بالحكمة, وأصلح للأمة, ويتميز غيظاً ويتعصب غضبا إذا قيل له في أمرالشرع فيه كذا . كما شهدنا ذلك في بعض من خذلهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فلا ينبغي التوقف في تكفير من يستحسن ما هو بين المخالفة للشرع منها, ويقدمه على الأحكام الشرعية منتقصا للحق

সন্দেহাতীতভাবে ঐ ব্যক্তি কাফের, যে অন্য কোন বিধানকে ভালো মনে করে এবং তাকে শরীয়াতের উপর অগ্রাধিকার দেয়। আর বলে এটাই বাস্তবসম্মত ও উম্মাতের জন্য কল্যাণকর। যদি তাকে কোন বিষয়ে বলা হয়, এখানে তো শরীয়াতের বিধান এমনটি ছিল, সে রাগে ও ক্ষোভে ফেটে পড়ে। যেমনটি আমরা কতক ব্যক্তির মাঝে দেখতে পাচ্ছি; আল্লাহ যাদেরকে লাঞ্চিত করেছেন, তাদেরকে বধির বানিয়েছেন, তাদের চোখগুলোকে অন্ধ করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি শরীয়াত বিরোধি কোন বিধানকে পছন্দ

করে এবং শর'য়ী বিধানকে অসম্পূর্ণ ভেবে সেই বিধানকে শরীয়াতের উপর প্রাধান্য দেয় তাকে কাফের বলে ঘোষণা দেয়ার ক্ষেত্রে কালক্ষেপণ করা অনুচিত। [তাফসীরু রূহুল মা'আনী, খন্ড:২৮, পৃষ্ঠা:২০]

৩. আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহঃ) এর ফতওয়া:

আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহঃ) বলেন:

......إنكار المتواتر، عدم قبول إطاعة الشارع، ولا في مرتبة الاعتقاد أيضاً، ورد للشريعة وإن لم يكذب، وهو كفر بواح بنفسه، قال في "الصارم المسلوم": وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به تمرداً أو اتباعاً لغرض النفس، وحقيقته كفر، هذا لأنه يعرف الله ورسوله بكل ما أخبر به، ويصدق بكل مايصدق به المؤمنون، لكنه يكره ذلك، ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه، ويقول: أنا لاأقر بذلك، ولا ألتزمه، وأبغض هذا الحق، وانفر عنه. فهذا نوع غير النوع الأول، وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام والقرآن مملوء من تكفيرمثل هذا النوع، بل عقوبته أشد اهـ. وقال: وقد قال الإمام أبو يعقوب اسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف "بابنراهوية"، وهو أحد الأئمة، يعدل بالشافعي وأحمد: قدأجمع المسلمون أن من سب الله، أوسب رسوله – صلى الله عليه وسلم -،أودقع شيئاً مما أنزل الله، أوقتل نبياً من أنبياء الله، أنه كافر، ذلك وإن كان مقراً بم اأنزل الله اهـ.

.....মুতাওয়াতের বিষয়কে অস্বীকার করা, শরীয়াত প্রণেতার (আল্লাহ ও তাঁর রসূলের) আনুগত্য গ্রহণ না করা এমনকি তা আক্বীদাগত বিষয়গুলোতেও এবং **শর'য়ী বিধানকে প্রত্যাখ্যান করা যদিও তা মিথ্যা প্রতিপন্ন না করে হোক, তা হবে কুফরে বাওয়াহ বা সুস্পষ্ট কুফরি ।** সরিমুল মাসলূলের মধ্যে শায়খুল ইসলাম বলেন, "যে সমস্ত বিষয়কে সত্যায়ন আবশ্যক তা জানা থাকা সত্ত্বেও কখনো কখনো এসতেহলাল (হারামকে হালাল মনে করা) হতে পারে ঔদ্ধতাবশত বা প্রবৃত্তির অনুসরণের কারণে।

আর এটিও কুফর কেননা সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে এবং তাঁর নির্দেশসমূহ জানতে পেরেছে। মুমিনরা যা কিছু সত্যায়ন করে সেও তা সত্যায়ন করেছে। কিন্তু (তার চাহিদা ও মন মতো না হওয়ার কারণে) সে এগুলো অপছন্দ করে। সে বলে আমি এগুলো মানতে পারব না। আঁকড়ে ধরবো না। এই সত্যকে সে অপছন্দ করে, তা থেকে পলায়ন করে। এই শ্রেণীটি ১ম শ্রেণী (যারা আন্তরিকভাবে আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করে) থেকে ভিন্ন। এদের কাফের হওয়ার বিষয়টি দ্বীন ইসলামে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। পুরো কুরআন জুড়ে এধরনের ব্যক্তিকে কাফের আখ্যায়িত করা হয়েছে, বরং এদের শাস্তি আরও অধিক কঠিন বলে বর্ণিত হয়েছে।" ইমাম আবূ ইয়াকুব ইসহাক বিন ইব্রাহীম আল হানবলী (রহঃ) যিনি 'ইবনে রাহওয়াইহ' নামে পরিচিত আমাদের ইমামদের একজন, যাকে শাফেঈ (রহঃ) ও আহমাদ (রহঃ) এর সাথে তুলনা করা হয়, তিনি বলেন, "সকল মুসলমানরা একমত পোষণ করেছে। যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে গালি দিবে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মন্দ বলবে অথবা আল্লাহর অবতীর্ণ কোন বিধানকে প্রত্যাখ্যান করবে বা আল্লাহর কোন নবীকে হত্যা করবে নিশ্চয় সে কাফের। এই তার বিধান, যদিও বা সে আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানাবলীকে স্বীকার করে। [এছাড়াও আল্লামা কাশ্মীরী (রহঃ) আরো দলিল পেশ করেছেন। দেখুন: ইকফারুল মুলহিদীন, পৃষ্ঠা-১১৯/১২০ প্রকাশনা:ইদারাতুল কুরআন, করাচী]

নির্দেশনা:

১. উপরুক্ত আলোচনা থেকে একটি প্রচলিত সংশয় নিরসন হয়। তা হলো, রিদ্দাহ (ইসলাম ত্যাগ) সর্বদা বিশ্বাস ও স্বীকারোক্তির উপর নির্ভর করে না বরং অনেক সময় মানুষের থেকে এমন কাজ প্রকাশ পায় যার দ্বারা সে কাফের হয়ে যায়, যদিও বা সে মৌখিকভাবে আল্লাহর সকল বিধানাবলীকে স্বীকার করে নেয়। যেমনটি তিনি বলেছেন:

وإن لم يكذب، وهوكفربواح بنفسه

যদিও বা সে মিথ্যা প্রতিপন্ন না করে, তথাপি উক্ত কাজটি কুফরে বাওয়াহ।

২. ইসলামী শরীয়াত যদি সে অন্তরে বিশ্বাস করে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে মেনে নিতে অসম্মতি জানায়, অন্য কোন সংবিধানকে নিজ জীবন বিধান বানিয়ে নেয়, তাহলে সে মুরতাদ হয়ে যাবে৷ লক্ষ্য করুন - আল্লামা কাশ্মীরী (রহঃ) বলেছেন:

ورد للشريعة وإن لم يكذب، وهو كفر بواح بنفسه

এবং শর'য়ী বিধানকে প্রত্যাখ্যান করে, যদিও মিথ্যা প্রতিপন্ন নাও করে৷ তথাপি তা স্বয়ং কুফরে বাওয়াহ বা সুস্পষ্ট কুফরি|

ইমাম ইসহাক বিন রাহবিয়া (রহঃ) বলেছেন:

أودفع شيئاً مما أنزل الله، أوقتل نبياً من أنبياء الله، أنه كافر، ذلك وإن كان مقراً بما أنزل الله اهـ

অথবা যে ব্যক্তি আল্লাহর অবতীর্ণ কোন বিধানকে প্রত্যাখ্যান করবে , বা আল্লাহর কোন নবীকে হত্যা করবে নি শচয় সে কাফের৷ এই তার বিধান যদিও বা সে আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানাবলীকে স্বীকার করে৷

৪. শাইখুল ইসলাম মোস্তফা সবারী (রহঃ) এর ফতওয়া:

[শাইখ মোস্তফা সবারী (রহঃ) ছিলেন সর্বশেষ খেলাফত ব্যবস্থা দৌলাতে উসমানি য়ার সর্বশেষ শাইখুল ইসলাম৷ তুর্কিতে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদে বিশ্বাসী কামাল আতাতুর্ক ক্ষমতা গ্রহণের পর শাইখ তার জুলুম ও কুফরের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেন৷ ফলে তাকে অনেক কষ্ট ও চাপ সহ্য করতে হয়৷ এর পর তিনি সেখান থেকে হিজরত করে মিশরে চলে আসেন৷ তার ব্যাপারে শাইখুল ইসলাম যাহেদ কাউসারী (রহঃ) মন্তব্য করেন, তিনি "মুজাহিদদের চোখের শীতলতা" | তার সময় থেকেই মুসলিম ভূখন্ডগুলোর উপর আপতিত হয়েছিল নতুন বিপদ, রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পৃথক করে মানব রচিত সংবিধান দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা৷ তিনি এর বিরুদ্ধে কলম ধরেন৷ কুফর ও রিদ্দার নতুন এ রূপকে শর'য়ী দলিল ও যুক্তির মাধ্যমে বিশ্বে র মুসলমানদের সামনে স্পষ্ট করে তুলেন৷ আমরা এখানে তাঁর লেখা থেকে নির্বাচিত কিছু অংশ তুলে ধরবো ইনশাআল্লাহ৷]

তিনি এটিকে দ্বীনের ব্যাপারে সবচেয়ে জঘন্য ষড়যন্ত্র উল্লেখ করে বলেন:

إنّ هذا الفصل مؤامرة بالدين للقضاء عليه وقد كان في كله بدعة أحدثها العصريون المتفرنجون في البلاد الإسلامية كيداً للدين ومحاولة للخروج عليه. لكن كيدهم في فصله عن السياسة أدهي وأشد من كل كيد في غيره ؛ (موقف العقل والعلم من رب العالمين ج4 ص280 طبعة عيسى الحلبى(

নিশ্চয়ই এই পৃথ কীকরণ [ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথ কীকরণ] দ্বীন ধ্বংসের ব্যাপারে গভীর ষড়যন্ত্র। বর্তমান সময়ের ইউরোপীয় কালচার গ্রহণকারীরা ইসলামী দেশগুলোতে যা

কিছুরই উদ্ভব ঘটিয়েছে তা সবই দ্বীনের বিরুদ্ধে চক্রান্ত ও দ্বীন ধ্বংসের প্রচেষ্টা স্বরূপ। তবে রাষ্ট্র থেকে দ্বীনকে পৃথক করার ব্যাপারে তাদের ষড়যন্ত্র অন্য ক্ষেত্রে চক্রান্তগুলোর চেয়ে অত্যন্ত কঠিন ও ভয়াবহ। [মাওকিফুল আ'ক্ল খন্ড:৪, পৃষ্ঠা:২৮০/৮১]

তিনি এটিকে ঈমানের সাথে সংঘর্ষিক সাব্যস্ত করেন:-

والحق أن ترويج فصل الدين عن الدولة سواء كان هذا الترويج من رجال الحكومة اوالكتاب والمفكرين في مصلحة الدولة والأمة ؛ لا يتفق مع الإيمان بأن الدين منزل من عند الله ؛ وأن أحكامه المذكورة في الكتاب والسنة أحكام الله المبلغة بواسطة رسوله ؛ وكل من أشار بمبدأ الفصل إلي المجتمع ؛ فهو إما: مستطبن للإلحاد ؛ او بليد جاهل بمعني فصل الدين عن الدولة ومغزاه.

সত্য হচ্ছে, "ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করণ" এই প্রথা প্রশাসনের পক্ষ থেকে চালু হোক অথবা লেখক ও দেশ জাতির কল্যাণকামী বুদ্ধিজীবিদের পক্ষ থেকে, এটা ইসলামের

সাথে একত্র হতে পারে না। কেননা দ্বীন হলো আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ । কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাহতে বিদ্যমান দ্বীনের বিধানগুলো রসূলের মাধ্যমে প্রেরিত আল্লাহরই বিধান। যে ব্যক্তিই সমাজ থেকে দ্বীনকে পৃর্থক করার আদর্শ প্রচার করবে সে হয়তো নাস্তিক্য চিন্তা-ধারার অধিকারী অথবা নির্বোধ - ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করণের অর্থ ও তাৎপর্য সম্পর্কে অজ্ঞ। [মাওকিফুল আ'ক্ল খন্ড:৪, পৃষ্ঠা:২৮০]

রাষ্ট্রীয় সংবিধান থেকে শর'য়ী বিধান পৃথককারীকে তিনি ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত ফতওয়া প্রদান করেন:

فإذا خرج عن الإسلام من لا يقبل سلطة الدين عليه بالأمر والنهي وتدخله في أعماله حال كونه فردا من أفراد المسلمين ؛ فكيف لا يخرج من لا يقبل هذه السلطة وهذا التدخل ؛ بصفة أنه داخل في هيئة الحكومة؟

যদি কেউ মুসলমান জনসাধারণের মধ্য থেকে একজন সাধারণ ব্যক্তিও হয় আর সে তার উপর আদেশ ও নিষেধ বিষয়ক দ্বীনের যে কর্তব্য আছে তা গ্রহণ না করে , তার কার্যাবলীর মধ্যে দ্বীনের প্রবেশকে গ্রহণ না করে , সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়। তাহলে ঐ ব্যক্তি কিভাবে খারিজ না হবে, যে এই কর্তব্য ও প্রবেশকে মেনে নেয় না অথচ সে রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার দায়িত্বশীলদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত?! [মাওকিফুল আ'ক্ল খন্ড:৪, পৃষ্ঠা:২৯৪]

তিনি এটিকে কুফরে পৌঁছার সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত পথ উল্লেখ করেন:

.........وهو أقصر طريقاً إلى الكفر من ارتداد الأفراد بل إنه يتضمن ارتداد الأفراد أيضاً لقبولهم الطاعة لتلك الحكومة المرتدة التي ادعت الاستقلال لنفسها بعد أن كانت خاضعة لحكم الإسلام عليها

.........“ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথকীকরণ” জনগণের ব্যক্তিকেন্দ্রিক রিদ্দাহর [দ্বীন ত্যাগের] চেয়েও কুফরে পৌঁছার অধিক সংক্ষিপ্ত পথ। বরং জনসাধারণ যদি এই মুরতাদ প্রশাসনের আনুগত্য মেনে নেয় তাহলে এটি জনসাধারণের রিদ্দাহকে পর্যন্ত অন্তর্ভূক্ত করে, যে প্রশাসন নিজের উপর অর্পিত ইসলামের হুকুমের অনুগত হবার পর [বিধানের ক্ষেত্রে] নিজেদের স্বাতন্ত্র দাবী করে। [মাওকিফুল আ'ক্ল খন্ড:৪, পৃষ্ঠা:২৮০]

নির্দেশনা:

যে দেশের সংবিধান ইসলাম নয় , শর'য়ী বিধান দ্বারা যে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় না , বরং পরিচালিত হয় মানব রচিত সংবিধান দ্বারা, আল্লাহ প্রদত্ত অলঙ্ঘনীয় বিধান হুদুদ, ক্বিসাস যে দেশের আইনে নিষিদ্ধ , শর'য়ী দৃষ্টিতে সে দেশের ব্যাপারেই বলা হবে যে, এটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র অর্থাৎ ধর্মদ্রোহী রাষ্ট্র। আমাদেরকে সাবধান থাকতে হবে কেননা কিছু ধর্মত্যাগী মুরতাদ উপরুক্ত সকল অপকাজ করছে, আর সংবিধানে শুধুমাত্র লিখিতভাবে ইসলাম শব্দটি রেখে নিজেদেরকে মুসলমান পরিচয় দেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। আর কেউ

কেউ তো এতেও রাজি নেই , না‘উযুবিল্লাহ। কেননা মদের বোতলে শরবত লিখে রাখলেই মদ শরবত হয়ে যায় না, শু করের গোস্তের উপর গরু লিখে রাখলেই তা গরুর গোস্ত হয়ে যায় না। এই শব্দ চয়ন করা হয় শুধু সাধারণ জনগণকে ধোঁকা দেয়ার জন্য; এর দ্বারা শর’য়ী বিধান পরিবর্তন করা যায় না।

<u>৫. শাইখুল ইসলাম যাহেদ কাউসারী (রহঃ) এর ফতওয়া :</u>

আল্লামা যাহেদ কাউসারী (রহঃ) কে সিরিয়ার কয়েকজন সম্মানিত আলেম একটি ফতওয়া জিজ্ঞাসা করেন : যে ব্যক্তি ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করার অপপ্রয়াস চালায়, ইসলামী আইনের পরিবর্তে মানব রচিত সংবিধান দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনার আগ্রহ প্রকাশ করে; ইসলামী শরীয়া তে এমন ব্যক্তির বিধান কি? আর এই কঠিন পরিস্থিতিতে হক্বকে সাহায্য না করে যে ব্যক্তি নীরব ভূমিকা পালন করে তারই বা হুকুম কি?

উপরুক্ত প্রশ্নের জবাবে আল্লামা যাহেদ কাউসারী (রহঃ) লিখেন:

إن هذه هي أدعى الدواهي وأعظم المصائب، يذوب لهولها قلب كلِّ مؤمن صادق الإيمان، ولا سيّما في مثل بلاد الشام التي لها ماض مجيد في خدمة الإسلام، فالمسلم إذا طالب بمثل ذلك في سلامة عقله يجري عليه حكم الردة في بلد يكون فيه الإسلام نافذ الأحكام، وفي غيره يُهجر هذا المطالب هجرا كليًا فلا يكلم ولا يعامل في أمر أصلاً حتى تضيق عليه الأرض بما رحبت ويتوب وينيب. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن دين الإسلام جامع لمصلحتي الدنيا والآخرة، ولأحكامهما دلالة واضحة لا ارتياب فيها، فتكون محاولة فصل الدين من الدولة كفرا صارخًا منابذا لإعلاء كلمة الله، وعداءً موجها إلى الدين الإسلامي في صميمه، ويكون هذا الطلب من هذا المطالب إقرار منه بالانبتار والانفصال فيلزمه بإقراره، فنعده عضوًا مبتورًا من جسم جماعة المسلمين وشخصًا منفصلاً عن عقيدة الإسلام، فلا تصح مناكحته ولا تحل ذبيحته لأنه ليس من المسلمين ولا من أهل الكتاب

নিশ্চয়ই এটি চরম বিপর্যয়, কঠিন মুসিবত; যা সত্য ঈমানের অধিকারী প্রতিটি মুমিনের হৃদয়কে ক্ষত বিক্ষত করে। বিশেষ করে সিরিয়ার মত রাষ্ট্রে , যে রাষ্ট্রের অতীত ভরপুর রয়েছে ইসলামের জন্য নানা খেদমত | কোন মুসলমানের আকল সুস্থ থাকা সত্ত্বেও যদি সে এ ধর নের প্রয়াস চালায়, আর যদি সেই অঞ্চলে ইসলামী বিধি-বিধান বাস্তবায়িত

থাকে তাহলে তার উপর মুরতাদের বিধান (হত্যা) বলবৎ হবে৷ আর যদি ভিন্ন অঞ্চল হয় তাহলে এই কাজে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে পরিপূর্ণ বয়কট করতে হবে৷ তার সাথে কোন ধরনের কথা বা লেনদেন করা যাবে না৷ যতক্ষণ না জমিন প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তার জন্য সংকীর্ণ হয়ে আসে; আর সে তাওবা করে ফিরে আসে৷ কুরআন ও সুন্নাহর নসগুলো স্পষ্ট ও সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে দ্বীনে ইসলাম দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতের কল্যাণ ও বিধি-বিধানকে অন্তর্ভুক্ত করে৷ তাই রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পৃথক করার প্রচেষ্টা জঘন্য কুফর৷ আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হলো দ্বীন ইসলামের সাথে ঘোরতর শত্রুতা পোষণ৷ উপরুক্ত কাজে ইচ্ছুক ব্যক্তির এই প্রয়াসই তার পক্ষ থেকে (দ্বীন থেকে) পৃথক হয়ে যাওয়া ও বিচ্ছিন্নতার ব্যাপারে স্বীকারোক্তি বলে গণ্য হবে৷ আর তার স্বীকারোক্তির কারণেই এই হুকুম তার উপর বর্তাবে৷ ফলে আমরা তাকে মুসলিম উম্মাতের শরীর থেকে একটি কর্তিত অঙ্গ এবং ইসলামী বিশ্বাস থেকে বিচ্ছিন্ন এক ব্যক্তি বলে গণ্য করব৷ তাই তার সাথে বিবাহ বৈধ হবে না, তার জবেহকৃত পশুর গোস্ত হালাল হবে না৷ কেননা সে মুসলমানও নয়, আহলে কিতাবও নয়৷

এর পর আল্লামা যাহেদ কাউসারী (রহঃ) এই ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে প্রমাণ পেশ করেন৷ অতঃপর উল্লেখ করেন:

وأما الساكت من أهل الشأن عن تأييد الحق في مثل تلك الكارثة فإنما هو شيطان أخرس ورداء لأهل الردة

এই কঠিন বিপর্যয়ে সত্যকে সাহায্য না করে শীর্ষ পর্যায়ের ব্যক্তিদের মধ্য থেকে যে নিরবতা অবলম্বন করবে সে হলো মুরতাদের সহায়তাকারী বোবা শয়তান৷

[দেখুন: আল-মাক্বালাতুল কাউছারী, অধ্যায় : হুকমু মুহাওলাতি ফাসলিদ দ্বীন, পৃষ্ঠা: ৩৩০/৩৩১, প্রকাশনা: আল-মাকতাবুত তাউফীকিয়্যাহ্]

৬. হাকিমুল উম্মাত হযরত আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) এর ফতওয়া:

আল্লামা ত্বক্বী উসমানী (দা.বা.) তাকমীলায়ে ফাতহুল মুলহীমে مسئلة الخروج علي ائمة الجور "জালিম শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ" নামক একটি অধ্যায় রচনা করেছেন৷

তাতে তিনি প্রসিদ্ধ ফক্বীহ হাকিমুল উম্মাত হযরত আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) এর বরাত দিয়ে অবস্থাভেদে শাসকদেরকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করেন। শাসকদের সপ্তম প্রকারের ব্যাপারে তিনি বলেন:

والقسم السابع: أن يرتكب فسقا متعديا إلى دين الناس , فيكرههم على المعاصي , وحكمه حكم الإكراه المبسوط في محله , ويدخل هذا الإكراه في بعض الأحوال في الكفر حقيقة أو حكما , وذلك بأن يصر على تطبيق القوانين المصادمة للشريعة الإسلامية , إما تفضيلا لها على شرع الله , وذلك كفر صريح , أو توانيا , وتكاسلا عن تطبيق شريعة الله ؛ بما يغلب منه الظن أن العمل المستمر على خلاف الشريعة يحدث استخفاف لها في القلوب , فإن مثل هذا التواني والتكاسل , وإن لم يكن كفرا صريحا يحيث يكفر به مرتكبه, ولكنه في حكم الكفر . بدليل ما ذكره الفقهاء من أنه لو ترك أهل بلدة الأذان حل قتالهم , لأنه من أعلام الدين , وفي تركه استخفاف ظاهر به , راجع باب الأذان من رد المحتار(384/1) وحينئذ يلحق هذا القسم السابع بالقسم الثالث وهو الكفر البواح.

শাসকদের সপ্তম শ্রেণী হলো: ঐ শাসক যে এমন পাপে লিপ্ত হয় যা মানুষের দ্বীনি ব্যাপারে প্রভাব ফেলে, অর্থাৎ সে তাদের গুনাহের কাজে বাধ্য করে। (আর الإكراه তথা এই বাধ্য করার বিস্তারিত বিধান যথা স্থানে আলোচিত রয়েছে)। এই "الإكراه" তথা পাপ কাজে বাধ্য করা কখনো কখনো হয়তো কুফরে হাকীকী হবে বা কুফরে হুকমী হবে। আর এর দৃষ্টান্ত হলো: এমন শাসক যে ইসলামি শরীয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক বিধানসমূহ ধারাবাহিকভাবে প্রণয়ন করে। হয় তো সে এটা করে আল্লাহর শরীয়াতের উপর সেটাকে

প্রাধান্য দিয়ে, তাহলে এটা হবে كفرصريح অর্থাৎ স্পষ্ট কুফরি। অথবা সে এটা করে আল্লাহর শরীয়াত বাস্তবায়নে অলসতা ও শিথিলতা বশত। এ শাসকের ব্যাপারে প্রবল ধারণা এটাই করা হবে; তার অন্তরে শরীয়াতের ব্যাপারে অবজ্ঞা থাকার কারণেই তার থেকে শরীয়াতের খেলাফ এ ধরনের কাজ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। তবে এ ধরনের অলসতা ও শিথিলতাকে যদিও এমন স্পষ্ট কুফর গণ্য করা হবে না যে কুফরকারীকে কাফের বলে ঘোষণা দেওয়া হয়, তবে এই কাজটি স্পষ্ট কুফরের হুকুমেই

হবে। যেমনটি ফুক্বাহাগণ উল্লেখ করেছেন, “যদি কোন শহরবাসী আযান দেয়া ছেড়ে দেয় তাদের বিরুদ্ধে কিতাল বৈধ। কেননা আযান হলো দ্বীনের নিদর্শন আর তা ছেড়ে দেয়া দ্বীনের ব্যাপারে স্পষ্ট অবজ্ঞা প্রকাশ । [দেখুন রদ্দুল মুহতার ১/৩৮৪] সুতরাং এ প্রকারটিও তৃতীয় শ্রেণীর শাসকদের অন্তর্ভূক্ত। আর তা হলো الكفرالبواح স্পষ্ট কুফর। [দেখুন: তাকমীলায়ে ফাতহুল মুলহীম, খন্ড:৩, পৃষ্ঠা: ৩২৬-৩৩১]

নির্দেশনা:

হাকিমুল উম্মাত এর উক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টভাবে বুঝে আসে ইসলামী শরীয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক বিধান রাষ্ট্রে দুই কারণে জারি থাকতে পারে:

১। অন্য কোন বিধানকে শর'য়ী বিধানের চেয়ে অধিক উপযোগী মনে হওয়ার কারণে।

২। অলসতা ও শিথিলতা বশত কুফরি বিধানকে পরিবর্তন করে শর'য়ী বিধান বাস্তবায়ন না করার কারণে।

তবে উক্ত সংবিধান উপরুক্ত দুই কারণের যে কোন কারণেই প্রণীত থাকুক তা الكفرالبواح তথা স্পষ্ট কুফরের হুকুমেই অন্তর্ভূক্ত হবে। অর্থাৎ সামর্থ্য থাকার শর্তে তাদের বিরুদ্ধে কিতাল ওয়াজিব হবে। এখানে বিধানের ক্ষেত্রে পার্থক্য করা যাবে না।

অপর একটি বিষয় হলো , কেউ কি এমনটি কল্পনাও করতে পারে যে বর্তমান শাসকরা অলসতা বশত ইসলামী বিধান বাস্তবায়ন করছে না অথচ এ সমস্ত শাসকদের বৈশিষ্ট্য হলো:

১। তারা একের পর এক শরীয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক নতুন নতুন বিধান রচনা করছে। অলসতা বশত পূর্বের সংবিধানের উপর স্থির থাকা সম্ভব , তবে শরীয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক নতুন নতুন আইন প্রণয়ন কিভাবে সম্ভব হতে পারে!!!

২। পারিবারিক সামান্য কিছু বিধান যা শরীয়া ত অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত আছে তাও তারা সহ্য করতে পারছে না। তার বিরুদ্ধে নীতিমালা প্রণয়ন করছে এবং তা বিলুপ্ত করার জন্য শত চেষ্টায় লিপ্ত আছে। এটা কি অলসতা বশত হতে পারে?

৩। শরীয়াহ আইনের দাবীটুকু যারা মানতে নারাজ, তারা এই দাবীকে সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক হিসাবে আখ্যায়িত করছে। শরীয়াহ আইনের দাবী উত্থাপনকারীদেরকে রাষ্ট্রদ্রোহী বলে জেলে ভরছে, তাদেরকে নানা শাস্তি প্রদান করছে।

৪। জিহাদ, পর্দা, হুদুদ, ক্বিসাস, মিরাছ বন্টনের মত ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিধানগুলোকে নির্লজ্জের মত স্পষ্টরূপে অবজ্ঞা করছে।

এ ধরনের আরো নানা কুফরি তাদের মাঝে বিদ্যমান, যে ব্যাপারে সামান্য সংশয়ের অবকাশ নেই, যা দ্বি-প্রহরের সূর্যের ন্যায় স্পষ্ট। তাদের ব্যাপারে কোনভাবেই বলা যায় না যে তারা এটা করছে অলসতা বশত। তাই হাকিমুল উম্মাত আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) ও আল্লামা ত্বকী উসমানীর (দা.বা.) উক্তি অনুযায়ী বর্তমান শাসকরা ঐ শাসকদের মাঝেই গণ্য যারা ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করে না মানব রচিত সংবিধানকে ইসলামী শরীয়াতের চেয়ে যুগোপযোগী মনে করার কারণে। সুতরাং তারা ইসলামের গন্ডি থেকে খারিজ কাফের ও মুরতাদ।

ফিক্বহে শাফিঈ

১. আল্লামা ইবনে কাসীর (রহঃ) এর ফতওয়া:

তাতাররা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলিম হয়ে যায় কিন্তু বিচারকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে কুরআন সুন্নাহকে সংবিধান হিসেবে গ্রহণ করে নি। বরং কুরআন, তাওরাত ও ইঞ্জিল থেকে কিছু কিছু বিধান নিয়ে ও নিজেদের চিন্তা প্রসূত কিছু বিধান মিলিয়ে একত্র করে একটি সংবিধান রচনা করে যার নাম দেয় ইয়াসিক। আর এই সংবিধান দ্বারা তারা বিচার ফয়সালা করতে থাকে। ফলে তৎকালীন যুগশ্রেষ্ঠ আলেম আল্লামা ইবনে কাসীর (রহঃ) সহ অন্যান্য আলেমগণ উপরুক্ত কাজের কারণে তাদেরকে মুরতাদ বলে ফতওয়া প্রদান করেন।

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন:

أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون [المائدة : ٥٠]

তারা কি জাহিলিয়্যাতের শাসন ব্যবস্থা কামনা করে! বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্যে শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কে আছে? [সূরা মায়েদা :৫০]

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে কাসীর (রহঃ) বলেন:

ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والاهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكز خان الذي وضع لهم الياسق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الاسلامية وغيرها. وفيها كثير من الاحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير[تفسير ابن كثير]

আল্লাহ তায়ালা এমন ব্যক্তির নিন্দা করেছেন যে আল্লাহর দৃঢ় বিধানকে ছেড়ে দেয়। অথচ তা সকল কল্যাণকে সমন্বিত করে, সকল ক্ষতিকারক বস্তুকে নিষিদ্ধ করে। কুরআন-সুন্নাহ্ বাদ দিয়ে সে ফিরে যায় এমন কিছু মতামত, রীতিনীতি ও প্রথার দিকে, যা প্রণয়ন করেছে মানুষেরাই। আল্লাহর শরীয়াতের সাথে যার নেই কোন সম্পর্ক । আর এ কাজটি করেছিল জাহিলী যুগের মানুষেরা। তারা তাদের চিন্তা প্রসূত মতামত থেকে প্রণীত জাহিলী ভ্রান্ত বিধান দ্বারা ফয়সালা প্রদান করতো। আর তাতাররা তাদের রাজতান্ত্রিক রাজনীতির সুবাদে একই ধরনের বিচার ফয়সালা করছে , যা তারা গ্রহণ করেছে তাদের বাদশাহ চেঙ্গিস খান থেকে। এই চেঙ্গিস খানই "ইয়াসিক" নামক সংবিধান প্রণয়ন করেছে। ইয়াসিক হলো ইসলামী, নাসরানি, ইহুদীসহ বিভিন্ন শরীয়াতের সমন্বয়ে গঠিত একটি সংবিধান। তাতে এমন অনেক বিধানও আছে, যা সে শুধুমাত্র নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তা থেকেই গ্রহণ করেছে। আর সেটাই তার সম্প্রদায়ের নিকট পরিণত হয়েছে অনুসরণীয় একটি সংবিধানরূপে। ইয়াসিককে তারা আল্লাহর কিতাব ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহর উপর প্রাধান্য দেয়। যে ব্যক্তি এমন কাজ করবে সে কাফের হয়ে যাবে। তার বিরুদ্ধে কিতাল করা ওয়াজিব , যতক্ষণ না সে

আল্লাহর কিতাব ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহর দিকে ফিরে আসে, এবং কম হোক বেশি হোক কোন অবস্থাতেই আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য কোন বিধান দ্বারা ফয়সালা না করে৷ [তাফসীর ইবনে কাসীর, খন্ড:৩, পৃ: ১৩১]

ইবনে কাসীর (রহঃ) আরো বলেন:

وفي كله مخالفة لشرائع الله المنزلة على عباده الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كافر بإجماع المسلمين

ইয়াসিকের সকল বিধান নবীগণের উপর আল্লাহ তায়ালার অবতীর্ণ শরীয়াতের বিপরীত৷ আর যে ব্যক্তি সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লাম এর উপর অবতীর্ণ সুদৃঢ় শরীয়াতকে ছেড়ে দিবে এবং অন্য কোন রহিত শরীয়াতের নিকট বিচার চাইবে সে কাফের হয়ে যাবে৷ তাই ঐ ব্যক্তির বিধান কি হতে পারে যে ইয়াসিকের নিকট বিচার প্রার্থনা করে এবং শরীয়াতের উপর প্রাধান্য দেয়? যে ব্যক্তি এমন কাজ করবে সে সকল মুসলমানদের ঐকমত্যে কাফের বলে গণ্য হবে৷ [আল-বেদায়া ওয়ান-নেহায়া, খন্ড:১৩, পৃষ্ঠা:১৩৯]

<u>নির্দেশনা:</u>

ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় তাতারদের ইয়াসিক নামক সংবিধানের চেয়ে বর্তমান সংবিধানগুলো আরো নিকৃষ্ট নিম্নমানের কেননা ইয়া সিকের মাঝে তো অপরাধগুলোকে অপরাধ বলে স্বীকার করা হয়েছে ও তার শা স্তি বিধান করা হয়েছে , যদিও তা ছিল কুরআন সুন্নাহর বিপরীত৷ কিন্তু আমাদের বর্তমান সংবিধানগুলো তো অপরাধগুলোকে অপরাধ বলেই আখ্যায়িত করে নাই বরং অনেক অপরাধকে ভাল কাজ হিসেবে সাব্যস্ত করেছে৷ ইয়াসিকের অনুসারীদের অবস্থাই যদি এই হয় তাহলে তার চেয়ে নিকৃষ্ট সংবিধান রচনাকারীদের বিধান কি?

২. ইমাম রাজি (রহঃ) এর ফতওয়া:

ইমাম রাজি (রহঃ) বলেন:

قوله تعالى (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم)النور: 63) وهذا يدل على أن مخالفته معصية عظيمة، وفي هذه الآيات دلائل على أن من رد شيئا من أوامر الله أو أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام فهو خارج عن الاسلام، سواء رده من جهة الشك أو من جهة التمرد، وذلك يوجب صحة ما ذهبت الصحابة إليه من الحكم بارتداد مانعي الزكاة وقتلهم وسبي ذراريهم

আল্লাহ তায়ালার বাণী: **অতএব যারা তাঁর নির্দেশের বিরুদ্ধাচারণ করে তারা যেন তাদের ওপর বিপর্যয় নেমে আসা অথবা যন্ত্রণাদায়ক আযাব পৌঁছার ভয় করে**

[সূরা নূর: ৬৩] | এটিই প্রমাণ করে তাঁর বিরোধিতা একটি মহা অপরাধ। এই আয়াতগুলো এটিও প্রমাণ করে , যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কোন একটি আদেশ প্রত্যাখ্যান করে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় , চাই সন্দেহবশত প্রত্যাখ্যান করুক বা ঔদ্ধত্য দেখিয়ে। এটি সাহাবায়ে কেরামের মতকে সত্য বলে সাব্যস্ত করে। তারা যাকাত প্রদানে অসম্মতি জ্ঞাপনকারীদেরকে মুরতাদ আখ্যায়িত করেছেন। তাদেরকে হত্যা ও তাদের পরিবার পরিজনকে বন্দী করেছেন। [তাফসীরে রাজী, খন্ড:৫, পৃষ্ঠা:২৫৯]

ফিক্বহে মালেকী

১. আল্লামা ইবনে আব্দিল বার (রহঃ) এর ফতওয়া:

আল্লামা ইবনে আব্দিল বার (রহঃ) বলেন:

فإنّ من ردّ ، وامتنع عن قبول حكم الله - تعالى - فهو كافر بالإجماع ، وإن كان مقرّاً بهذا الحكم ، "يقول إسحاق بن راهويه : وقد أجمع العلماء أن على من دفع شيئاً أنزله الله .. وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر.

যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান মেনে নেয়া থেকে বিরত থাকে ও তা প্রত্যাখ্যান করে সে সর্বসম্মতিক্রমে কাফের হয়ে যায় , যদিও সে এ বিধানকে স্বীকার করে। ইসহাক বিন রাহওয়াইহ বলেন: সকল আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন , যে ব্যক্তি আল্লাহর অবতীর্ণ কোন একটি বিধানকেও প্রত্যাখ্যান করে সে নিশ্চিতভাবে কাফের হয়ে যায়, যদিও সে সেটাকে আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান বলে স্বীকার করে। [তামহীদ: ৪/২২৬]

একটু লক্ষ্য করুন, তিনি বলেছেন, আল্লাহর বিধান বলে স্বীকার করা সত্ত্বেও যদি সে প্রত্যাখ্যান করে তথাপি সকল ইমামগণের ইজমা অনুযায়ী সে কাফের হয়ে যায়।

২. ইমাম কুরতুবী (রহঃ) এর ফতওয়া:

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন:

وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم (استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب قتل من طعن في الدين إذ هو كافر, والطعن أن ينسب إليه ما لا يليق به, أو يعترض بالاستخفاف على ما هو من الدين لما ثبت من الدليل القطعي على صحة أصوله واستقامة فروعه

আর যদি তারা তাদের অঙ্গীকারের পর তাদের কসম ভঙ্গ করে.. .. [সূরা তাওবা: ১২]। কতিপয় আলেম উপরুক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন, যে ব্যক্তি দ্বীনের কোন বিষয় নিয়ে ভৎর্সনা করবে তাকে হত্যা করা ওয়াজীব কেননা উপরুক্ত ব্যক্তি কাফের। ‘‘তয়ান’’ বলা হয় দ্বীনের সাথে অসংলগ্ন কোন জিনিসকে সম্পর্কযুক্ত করা অথবা তাচ্ছিল্য ভরে (দ্বীনের কোন বিষয়কে) প্রত্যাখ্যান করা। তবে তা এমন অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত দ্বীনি বিষয় হতে হবে যার মূলনীতি ও উপনীতি সবই সঠিক। [তাফসীরে কুরতুবী, খন্ড:৮, পৃষ্ঠা:৮২]

৩. ইমাম শানক্বিতী (রহঃ) এর ফতওয়া:

তাফসীরুল কুরআন বিল কুরআনের অন্যতম তাফসীর গ্রন্থ ‘‘আদওয়াউল বায়ান’’ প্রণেতা প্রখ্যাত মুফাস্‌সির ইমাম শান ক্বিতী (রহঃ) স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে সম্পূর্ণ স্পষ্টরূপে এ সমস্ত শাসকদের হুকুম বর্ণনা করেছেন।

তিনি আল্লাহ তায়ালার বাণী -

{إِنَّ هذا القرآن يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ} [الإسراء : ৯]

নিশ্চয়ই এই কুরআন হিদায়াত করে সেই পথের দিকে যা সুদৃঢ়। [সূরা বনী ইসরাঈল: ৯]

এর ব্যাখ্যায় বলেছেন:

ومن هدي القرآن للتي هي أقْوَم ـ بيانه أنه كل من اتبع تشريعاً غير التشريع الذي جاء به سيد ولد آدم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. فاتباعه لذلك التشريع المخالف كفر بواح، مخرج عن الملة الإسلامية. ولما قال الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم: الشاة تصبح ميتة من قتلها؟ فقال لهم: "الله قتلها" فقالوا له: ما ذبحتم بأيديهم حلال، وما ذبحه الله بيده الكريمة تقولون إنه حرام فأنتم إذن أحسن مناالله!؟ أنزل الله فيهم قوله تعالى: {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ}[121/6]

কুরআনের নির্দেশিত সুদৃঢ় পথ থেকে একটি হলো - কুরআন বর্ণনা করে দিয়েছে, যে ব্যক্তি আদম সন্তানদের সর্দার মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনীত বিধান ব্যতিরেকে অন্য কোন বিধান অনুসরণ করে , নিশ্চিতভাবে এই বিপরীত বিধানের অনুসরণ স্পষ্ট কুফরি যা মিল্লাতে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়। যখন কাফেররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললো: ছাগল মৃত্যুবরণ করলে কে তাকে হত্যা করে? তিনি তাদেরকে বললেন, আল্লাহই তার মৃত্যু দেয়। তখন তারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললো, যা তোমরা নিজ হাতে হত্যা কর তা হালাল, আর যা আল্লাহ তায়ালা তার পবিত্র হাতে যবেহ করেন তাকে হারাম বলে আখ্যায়িত কর! তাহলে কি তোমরা আল্লাহর চেয়েও **শ্রেষ্ঠ!** আল্লাহ তাআলা তাদের ব্যাপারে অবতীর্ণ করলেন: **যেসব জন্তুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয় না, সেগুলো খেও না; এটা গোনাহ। নিশ্চয়ই শয়তানরা তাদের বন্ধুদেরকে ওহী করে - যেন তারা তোমাদের সাথে তর্ক করে। যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, নিশ্চয়ই তোমরা মুশরিক হয়ে যাবে।** [সূরা আনআম: ১২১] [তাফসীরে আদওয়াউল বায়ান, খন্ড:৩, পৃষ্ঠা:৪০]

আল্লাহ তায়ালার বাণী:

وَلاَ يُشْرِكُ فِى حُكْمِهِ أَحَدًا [الكهف : ২৬]

তিনি কাউকে নিজ বিধানের ক্ষেত্রে শরীক করেন না। [সূরা কাহাফ: ২৬]

এর ব্যাখ্যায় এ সমস্ত শাসকদের কুফরির ব্যাপারে একাধিক দলিল পেশ করার পর তিনি উল্লেখ করেন:

وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور: أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليهم وسلم، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته، وأعماه عن نور الوحي مثلهم.

উপরে উল্লেখিত এ সমস্ত আসমানী দলিল -প্রমাণ দ্বারা পূর্ণরূপে স্পষ্ট হয়, নিশ্চয়ই যে সমস্ত ব্যক্তিরা ঐ প্রণীত সংবিধানের অনুসরণ করে যা শয়তান তার বন্ধুদের মাধ্যমে প্রণয়ন করেছে , যা আল্লাহ তাঁর রসূলের উপর যে সংবিধান অবতীর্ণ করেছেন তার বিপরীত, তাদের কুফরি ও শিরকের ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। শুধু সেই ব্যক্তিই তাদের কুফরির ব্যাপারে সন্দেহ করতে পারে যার দৃষ্টিশক্তি আল্লাহ নষ্ট করে দিয়েছেন এবং যাকে ওহীর নূর থেকে অন্ধ করে রেখেছেন। [তাফসীরে আদওয়াউল বায়ান, খন্ড:৩, পৃষ্ঠা:২৫৯]

এ ছাড়াও তিনি উক্ত তাফসীর গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে অনেক দলিল পেশ করেন যার দ্বারা নিশ্চিতভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এ সমস্ত শাসক ইসলামের গন্ডি থেকে খারিজ হয়ে গেছে।

ফিক্বহে হাম্বলী

১. আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ) এর ফতওয়া:

আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ) বলেন:

ومعلوم أن من أسقط الأمر والنهي الذي بعث الله به رسله فهو كافر باتفاق المسلمين

স্পষ্ট বিষয়, যে ব্যক্তি ঐ আদেশ ও নিষেধ সমূহকে রহিত করে যা দিয়ে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলদের প্রেরণ করেছেন সে সকল মুসলমানদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে কাফের হয়ে যায়। [মাজমুয়ুল ফাতাওয়া: ৮/১০৬]

তিনি আরো বলেন:

والإنسان متى حلل الحرام – المجمع عليه – أوحرم الحلال – المجمع عليه – أوبدل الشرع – المجمع عليه – كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء

মানুষ যদি এমন বিষয়কে হালাল করে যা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম , অথবা এমন বিষয়কে হারাম করে যা সর্বসম্মতিক্রমে হালাল , অথবা ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কোন শর’য়ী বিধানকে পরিবর্তন করে, তাহলে সে সকল ফুক্বাহাদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে কাফের বা মুরতাদ হয়ে যায়। [মাজমূয়ুল ফাতওয়া, খন্ড:৩, পৃষ্ঠা:২৬৭]

তিনি আরো বলেন:

متى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله كان مرتداً كافراً، يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة، قال تعالى: {المص .كِتابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُنْ في صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى للمُؤْمنينَ . اتَّبِعوا ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعوا مِنْ دونِهِ أَوْلِياءَ قَلِيلاً ما تَذَكَّرونَ} ولو ضُرب وحُبس وأُوذي بأنواع الأذى ليدع ما علمه من شرع الله ورسوله الذي يجب اتباعه واتبع حكم غيره؛ كان مستحقاً لعذاب الله، بل عليه أن يصبر وإن أوذي في الله؛

যখন কোন আলেম কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাহ থেকে অর্জিত এলেম ছেড়ে দেয় এবং শাসকদের বিধানের অনুসরণ করে, যে বিধান আল্লাহ ও তার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম এর বিধানের বিপরীত সে কাফের ও মুরতাদে পরিণত হয়। সে দুনিয়া ও আখেরাতে শাস্তির যোগ্য হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন: **আলিফ-লাম-মীম-সদ। এটি এমন কিতাব, যা তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে। সুতরাং তার সম্পর্কে তোমার মনে যেন কোন সংকীর্ণতা না থাকে। যাতে তুমি তার মাধ্যমে সতর্ক করতে পার এবং তা মুমিনদের জন্য উপদেশ স্বরূপ। তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে, তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তাকে ছাড়া অন্য অভিভাবকের অনুসরণ করো না। তোমরা সামান্যই উপদেশ গ্রহণ করে থাক।** [সূরা আ'রাফ: ১-৩]

যদি তাকে প্রহার করা হয়, বন্দী করা হয়, বিভিন্ন ধরনের শাস্তি প্রদান করা হয়, ফলে সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের শর'য়ী এলেমকে ছেড়ে দেয়, যার আনুগত্য ছিল ওয়াজীব , এবং অন্য কোন বিধানের অনুসরণ করে তথাপি সে আল্লাহর শাস্তির উপযুক্ত হবে। বরং তার উপর আবশ্যক হলো যদি আল্লাহর জন্য তাকে শাস্তিও দেওয়া হয় তবুও ধৈর্য্য ধারণ করা। [আল-মুন্তাখাব মিন কুতুবী শাইখিল ইসলাম, খন্ড:১, পৃষ্ঠা:১৩৪]

২. আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) এর ফতওয়া:

وقد جاء القرآن، وصحّ الإجماع بأن دين الإسلام نسخ كل دين كان قبله، وأن من التزم ما جاءت به التوراة والإنجيل، ولم يتبع القرآن، فإنه كافر، وقد أبطل الله كل شريعة كانت في التوراة والإنجيل وسائر الملل، وافترض على الجن والإنس شرائع الإسلام، فلا
حرام إلا ما حرمه الإسلام، ولا فرض إلا ما أوجبه الإسلام.

কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এবং উম্মাতের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, দ্বীনে ইসলাম পূর্ববর্তী সকল দ্বীনকে রহিত করেছে। যে ব্যক্তি তাওরাত ও ইনজিলের বিধি-বিধান আঁকড়ে ধরবে আর কুরআনের অনুসরণ ছেড়ে দেবে সে কাফের। তাওরাত, ইনজিল ও অন্যান্য সকল জাতির প্রতিটি শরীয়াতকেই আল্লাহ তায়ালা বাতিল করেছেন এবং মানুষ ও জ্বিন জাতির উপর ইসলামি শরীয়াতকেই ফরজ করেছেন। সুতরাং হারাম শুধু সেটাই

যেটাকে ইসলাম হারাম করেছে আর ফরজও সেটাই যেটাকে ইসলাম ফরজ করেছে। [আহকামু আহলে জিম্মাহ, খন্ড:২, পৃষ্ঠা:৫৩৩]

আল্লাহ প্রদত্ত আসমানী রহিত কিতাব তাওরাত ও ইনজিলের অনুসরণের কারণে যদি কাফের হয়ে যায় , তাহলে নিজ হাতে সংবিধান রচনা ও মানুষের উপর তা চাপিয়ে দেয়ার পরেও কি মুসলমান থাকতে পারে?!!!

উম্মাতের অন্যান্য ফুক্বাহাগণের মতামত:

১. আল্লামা আহমদ শাকের (রহঃ) এর ফতওয়া:

গত শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ আলেম ও প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, হাদীস শাস্ত্রে যার খিদমাত ও অবদান ভুলবার নয়, তিনি হলেন আহমদ শাকের (রহঃ); ফিক্বহে হানাফীতে যার ছিল অগাধ পান্ডিত্য। যিনি জামেয়া আযহার থেকে ফিক্বহে হানাফীর উপর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি সনদ লাভ করেছিলেন এবং ফিক্বহে হানাফী অনুযায়ী মিশরে প্রায় ২০ বছর ক্বাজী হিসেবে বিচার ফয়সালা করেন। তিনি তার বিভিন্ন লেখনীতে এ সমস্ত শাসকদের কুফরির বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। যেমন তিনি বলেন:

نري في بعض بلاد المسلمين قوانين ضربت عليها، نقلت عن أوربة الوثنية الملحدة، وهي قوانين تخالف الإسلام مخالفة جوهرية في كثير من أصولها وفروعها، بل إن في بعضها ما ينقض الإسلام ويهدمه، وذلك أمر واضح بديهي، لايخالف فيه إلا من يغالط نفسه، ويجهل دينه أويعاديه من حيث لايشعر، وهي في كثير من أحكامه أيضا توافق التشريع الإسلامي، أو لا تنافيه علي الأقل وإن العمل بها في بلادالمسلمين غير جائز، حتي في ما وافق التشريع الإسلامي، لأن من وضعها حين وضعها لم ينظر إلي موافقته للإسلام أو مخالفتها، إنما نظر إلي موافقته القوانين أوربة أو لمبادئها وقواعدها، وجعلها هي الأصل الذي يرجع إليه، فهو آثم مرتد بهذا، سواء أوضح حكمام وافقا للإسلام أومخالفا (كلمة الحق 95-96)

কিছু কিছু মুসলিম দেশে আমরা দেখতে পাই পৌত্তলিক পূজারী, নাস্তিক্যবাদী ইউরোপ থেকে আমদানীকৃত সংবিধান চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। অথচ তা এমন এক সংবিধান যা

ইসলামের শাখাগত ও মৌলিক অনেক বিধানের সাথেই সাংঘর্ষিক। তাতে তো এমন কিছু বিধানও রয়েছে যা ইসলামকে নস্যাৎ ও ধ্বংস করে ফেলে। এ বিষয়টি দ্ব্যর্থহীনভাবে স্পষ্ট। এ ব্যাপারে শুধু ঐ ব্যক্তিই দ্বিমত পোষণ করতে পারে যে দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ হওয়ার কারণে নিজের সাথে প্রতারণা করছে। অথবা সে দ্বীনের বিরোধিতা করছে অথচ তা অনুভব করতে সক্ষম হচ্ছে না। হ্যাঁ, তার অনেক বিধান ইসলামি শরীয়াতের সাথে সামঞ্জস্য রাখে। অথবা এতটুকু যে, একটি আরেকটির সাংঘর্ষিক নয়। মুসলিম দেশগুলোতে এই সংবিধান কার্যকর করা কোনভাবেই বৈধ নয়। এমনকি সে বিধানগুলোও নয়, যেগুলো ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। কেননা যে বা যারা এই সংবিধান রচনা করেছে তারা লক্ষ্য করেনি যে, এটা ইসলামের সাথে সামঞ্জস্য তা রাখছে নাকি সাংঘর্ষিক হচ্ছে। বরং তারা লক্ষ্য করেছে যে তা পশ্চিমাদের সংবিধানের সাথে অথবা তার মৌলিক দিকগুলোর সাথে সাংঘর্ষিক হচ্ছে কি হচ্ছে না? এবং ওটাকেই মূল ভিত্তি রূপে গ্রহণ করছে। অতএব উক্ত ব্যক্তি এ কাজের দ্বারা পাপিষ্ঠ মুরতাদে পরিণত হবে। চাই তার রচিত বিধান ইসলামের সাথে সামঞ্জস্য তা রাখুক বা সাংঘর্ষিক হোক। [কালিমাতুল হক্ব : ৯৫-৯৬]

তিনি আরো বলেন:

إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، هي كفر بواح، لا خفاء فيه ولا مداورة. ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام - كائناً من كان - في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها. فليحذر امرؤ لنفسه، "وكل امرئ حسيب نفسه". ألا فليصدع العلماء بالحق غير هيابين،وليبلغوا ما أمروا بتبليغه، غير موانين ولا مقصرين.سيقول عني عبيد هذا "الياسق العصري" وناصروه إني جامد وإني رجعي، وما إلى ذلك من الأقاويل. ألا فليقولوا ما شاءوا، فما عبأت يوماً ما بما يقال عني، ولكني قلت ما يجب أن أقول"اهـ.

নিঃসন্দেহে এই সমস্ত প্রণীত সংবিধানের হুকুম দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। এটি হলো

كفر بواح সুস্পষ্ট কুফরি। এ ব্যাপারে কোন ধরনের গোপনীয়তা ও প্রতারণার অবকাশ নেই। মুসলমান দাবীদার কোন ব্যক্তির জন্য এ ধরনের কাজে লিপ্ত হওয়া বা এই সংবিধানসমূহের আনুগত্য করা বা এগুলোকে স্বীকৃতি দেওয়ার কোনই সুযোগ নেই, সে

যেই হোক না কেন। তার কোন অজুহাতই গ্রহণযোগ্য হবে না। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তি যেন নিজ ব্যাপারে সতর্ক থাকে। আর প্রত্যেকেই নিজ নিজ হিসাব প্রদান করবে। সাবধান! উলামাগণ যেন নির্ভীকভাবে সত্যকে প্রকাশ করেন। তাদেরকে যা প্রচারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা প্রচার করেন। তাতে কোন কম বেশি না করেন। “শতাব্দীর ইয়াসিক” কুফরি সংবিধানের গোলাম ও সহায়তাকারীরা অচিরেই আমার সম্পর্কে বলতে থাকবে সে তো নির্জীব নিস্পৃহ পশ্চাদমুখী। আরো কতই না নিন্দাবাদ। হায়! মনে রেখ তারা যা খুশি বলতে থাক! যা বলার বলুক, আমি কখনোই তা পরোয়া করি না। বরং আমি তো তাই বলেছি যা বলা ছিল আমার উপর ওয়াজিব। [উমদাতুত তাফসীর, খন্ড:৪, পৃষ্ঠা:১৭৩-১৭৪]

তিনি আরো বলেন:

ومن حكم بغيرما أنزل الله عامدا عارف فهو كافر. ومن رضي عن ذلك وأقره فهو كافر, سواء أحكم بما يسميه شريعة أهل الكتاب أم بما يسميه تشريعا وضعيا. فكله كفر و خروج من الملة, أعاذن الله من ذلك

যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় জেনে শুনে আল্লাহর বিধান ব্যতিরেকে ভিন্ন বিধানে বিচার ফয়সালা করে সে কাফের। যে এ ব্যাপারে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে বা স্বীকৃতি প্রদান করে সেও কাফের। চাই সে এমন বিধান দ্বারা ফয়সালা করুক যাকে আহলে কিতাবের শরীয়াত হিসাবে গণ্য করা হয় , বা মানব রচিত বিধান বলে ধর্তব্য হয়। এর প্রতিটিই কুফরি যা ইসলাম থেকে বের করে দেয়। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এ ধরনের কাজ থেকে র ক্ষা করুন। [দেখুন: শায়খের তাহকীককৃত মুসনাদে আহামাদ, ৭৭৪৭ নং হাদীসের প্রাসঙ্গিক আলোচনা]

২. আল্লামা মাহমুদ শাকের (রহঃ) এর ফতওয়া:

আল্লামা আহমদ শাকের (রহঃ) এর ভাই আল্লামা মাহমুদ শাকের (রহঃ) বলেন:

فهذا الفعل إعراض عن حكم الله، ورغبة عن دينه وإيثار لأحكام أهل الكفرعلى حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر لايشك أحد من أهل القبلة على اختلافه في

تكفير القائل به والداعي إليه. والذي نحن فيه اليوم هو هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء، وإيثار حكم غير حكمه في كتابه وسنة نبيه، وتعطيل لكل ما في شريعة الله، بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع على أحكام الله المنزلة، وإدعاء المحتجين بذلك بأن أحكام الشريعة إنما نزلت لزمان غير زماننا، ولعلل وأسباب انقضت فسقطت الأحكام كلها بانقضائها.)اهـ

এ ধরনের কাজ (নতুনভাবে সংবিধান রচনা) হচ্ছে আল্লাহর বিধানকে উপেক্ষা, তাঁর দ্বীনের ব্যাপারে অগ্রাহ্য তা প্রকাশ এবং মহান আল্লাহ তায়ালার বিধানের উপর কাফেরদের বিধানকে প্রাধান্য প্রদান। এ সকল কাজ কুফর। কোনো মুসলমান , চাই সে যে মতেই বিশ্বাসী হোক , এর প্রবক্তা এবং এর দিকে আহ্বানকারীর কাফের হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতে পারে না।

আমাদের সমাজের বর্তমান অবস্থা হচ্ছে এই যে, কোন প্রকার বাছ-বিচার ব্যতীত সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর বিধান সমূহকে বর্জন করা হচ্ছে। আল্লাহর কিতাব কুরআন ও তার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহর বর্ণিত বিধানের বিপরীত বিধানকে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। পূর্ণরূপে আল্লাহর শরীয়া তকে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে। এবং বিষয়টি এমন চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে, আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের উপর মানব রচিত বিধানকে যুক্তি দেখিয়ে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। যুক্তি প্রদানকারীরা এ দাবী করছে যে, ইসলামী শরীয়াত অবতীর্ণ হয়েছে ভিন্ন এক সময়ে। এবং এমন কিছু কারণে অবতীর্ণ হয়েছে যা ফুরিয়ে গেছে। সুতরাং সে সব কারণ আজ বর্তমান না থাকার কারণে বিধানগুলো বাতিল হয়ে যাবে। [উমদাতুত তাফসীর, খন্ড:৪, পৃষ্ঠা:১৫৭]

৩. আল্লামা মুহাম্মাদ হামেদ আল-ফাক্কি (রহঃ) এর ফতওয়া:

ومثل هذا وشرّ منه من اتّخذ من كلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها في الدّماء والفروج والأموال ويقدّمها على ما علم، وتبيّن له من كتاب الله وسنّة رسوله صلّى الله عليه وسلّم، فهو بلا شكّ كافر مرتدّ إذا أصرّ عليها، ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل الله ولا ينفعه أيّ اسم تسمّى به ولا أيّ عمل من ظواهر أعمال الصّلاة والصيّام والحجّ ونحوها(

(তিনি ইবনে কাসীর (রহঃ) এর উপরক্ত ফতওয়া উল্লেখ করে বলেন) এর (ইয়াসিকের অনুসারিদের) মত অথবা আরো জঘন্য অবস্থা হলো ঐ ব্যক্তির , যে পশ্চিমাদের বাণীকে সংবিধান রূপে গ্রহণ করে, জান, মাল, ইজ্জতের ব্যাপারে তার কাছেই বিচার দায়ের করে৷ কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাহ থেকে যা তার সামনে স্পষ্ট হয়েছে, যা সে জানতে পেরেছে তার উপর সে উক্ত সংবিধানকেই অগ্রাধিকার প্রদান করে৷ নি:সন্দে হে সে কাফের ও মুরতাদ বলে বিবেচিত হবে, যদি সে এর উপর অটল থাকে এবং আল্লাহর বিধানের দিকে ফিরে না আসে৷ তাকে যে নামেই অবহিত করা হোক তা তার কোন কাজে আসবে না৷ নামাজ, রোযা, হ জ্বের ন্যায় কোন প্রকাশ্য আমলও তার উপকার করবে না৷ [ফাতহুল মাজীদ, পৃষ্ঠা:৩৯৬]

জাহিরী ফুক্বাহাগণের ফতওয়া

আল্লামা ইবনে হাযম (রহঃ) এর ফতওয়া:

ফতওয়া নং ১:

لاخلاف بين اثنين من المسلمين أن هذا منسوخ وأن من حكم بحكم الإنجيل مما لم يأت بالنص عليه وحي في شريعة الإسلام فإنه كافر مشرك خارج عن الإسلام)الإحكام في أصول الأحكام)

মুসলমানদের মাঝে কোন ধরনের দ্বিমত নেই যে, এটা (ভিন্ন শরীয়াত সমূহ) রহিত এবং এ ব্যাপারেও দ্বিমত নেই যে, যে ব্যক্তি ইনজিলের এমন বিধান দ্বারা বিচার ফয়সালা করে যার ব্যাপারে ইসলামী শরীয়াতে কোন ওহী আসেনি, সে কাফের মুশরিক; ইসলাম থেকে খারিজ। [আল ইহকাম ফি উসূলিল আহকাম, খন্ড:৫, পৃষ্ঠা:৬২]

ফতওয়া নং ২:

فمن أحل ما حرم الله تعالى وهو عالم بأن الله تعالى حرمه فهو كافر بذلك الفعل نفسه وكل من حرم ما أحل الله تعالى فقد أحل ما حرم الله عز وجل لأن الله تعالى حرم على الناس أن يحرموا ما أحل الله) الفصل في الملل والأهواء والنحل)

যে ব্যক্তি আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত কোন বস্তু হালাল করে আর সে জানে যে আল্লাহ তায়ালা তা হারাম করেছেন, সে শুধু এ কাজের কারণেই কাফের হয়ে যায়। যে ব্যক্তিই আল্লাহর হালালকৃত ব স্তুকে হারাম করল সেই আল্লাহর হারামকৃত ব স্তুকে হালাল করল। কেননা আল্লাহ তায়ালা মানু ষের উপর হারাম করেছেন যে তারা আল্লাহর হালালকৃত বস্তুকে হারাম করবে। [আল ফাস্‌ল ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল, খন্ড:৩, পৃষ্ঠা:১১৪]

ফতওয়া নং ৩:

إحداث الأحكام لا يخلو من أحد أربعة أوجه إما إسقاط فرض لازم كإسقاط بعض الصلاة أو بعض الصيام أو بعض الزكاة أو بعض الحج أو بعد حد الزنى أو حد القذف أو إسقاط جميع ذلك وإما زيادة في شيء منها أو إحداث فرض جديد وإما إحلال محرم كتحليل لحم الخنزير والخمر والميتة وإما تحريم محلل كتحريم لحم الكبش وما أشبه ذلك

وأي هذه الوجوه كان فالقائل به مشرك لاحق باليهود والنصارى والفرض على كل مسلم قتل من أجاز شيئا من هذا دون استتابة ولا قبول توبة إن تاب واستصفاء ماله لبيت مال المسلمين لأنه مبدل لدينه وقد قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ومن الله تعالى نعوذ من غضبه لباطل أدت إلى مثل هذه المهالك (الإحكام في أصول الأحكام)

নতুন বিধান প্রণয়ন চার ধরনের হতে পারে,

১. হয়তো কোন আবশ্যকীয় ফরজকে বাদ দেওয়া হবে, যেমন: কোন নামাজ, রোজা, যাকাতকে রহিত করা, অথবা যেনা, কজফ (যেনার ব্যাপারে মিথ্যারোপ করা) এর কোন একটি হুদুদকে নিষিদ্ধ করা। বা সবগুলোকেই রহিত করা।

২. এগুলোর কোন একটির মাঝে অতিরিক্ত করা বা নতুন কোন ফরজ সৃষ্টি করা।

৩. কোন হারামকে হালাল করা যেমন: শুকরের গোস্ত, মদ বা মৃত প্রাণীকে হালাল করা।

৪. কোন হালালকে হারাম করা যেমন: মেষের গোস্ত বা এ ধরনের অন্য পশুকে হারাম করা।

এই প্রকারগুলোর কোন একটির পক্ষে যে ব্যক্তি কথা বলবে সে মুশরিকে পরিণত হবে। ইহুদী নাসারাদের অন্তর্ভূক্ত হবে। প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ হলো , যে ব্যক্তি এগুলোর কোন একটাকে বৈধতা প্রদান করে তাকে তাওবার সুযোগ না দিয়ে হত্যা করে ফেলা। সে যদি তাওবা করে তাহলে তার তাওবা গ্রহণ করা হবে না। তার সকল মাল মুসলমানদের বাইতুল মালে জমা করতে হবে। কেননা সে তার দ্বীনকে পরিবর্তন করেছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে তার দ্বীন পরিবর্তন করে তাকে হত্যা করে ফেল।" [আল ইহকাম ফি উসূলিল আহকাম, খন্ড:৬, পৃষ্ঠা:২৬৪]

নজদী আলেমগণের ফতওয়া

১. শায়েখ মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহীম আলে শেখ (রহঃ) এর ফতওয়া:

لو قال من حكم القانون أنا أعتقد أنه باطل فهذا باطل لا أثر له ، بل هو عزل للشرع ، كما لو قال أحد أنا أعبد الأوثان واعتقد أنها باطل وأما إذا جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر وأن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل

যদি বিধান প্রণয়নকারী বলে আমি বিশ্বাস রাখি এটা বাতিলযোগ্য, তার এ কথা ধর্তব্য হবে না। তার এই কাজ হবে শরীয়াতকে প্রত্যাখ্যান , তার কথাটি হবে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে মূর্তি পূজা করে, আর বলে আমি বিশ্বাস করি এটা বাতিল। আর যখন সে ধারাবাহিকভাবে একনিষ্ঠতার সাথে আইন প্রণয়ন করবে তখন সে কাফের হয়ে যাবে যদিও সে বলে, আমি (এই কাজটি) ভুল করছি আর শরীয়াতের বিধানই অধিক ইনসাফপূর্ণ। [আল-ফাতাওয়া, খন্ড:১২, পৃষ্ঠা:২৮০]

২. হামদ বিন আতীক আন-নজদী (রহঃ) এর ফতওয়া:

আল্লাহ তায়ালার বাণী:

{أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون؟}

তারা কি জাহিলিয়্যাতের বিধি-বিধান কামনা করে? বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতর বিধানদানকারী? [সূরা মায়িদাহ: ৫০]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি তৎকালীন যাযাবরদের কথা আলোচনা করেন , যারা কুরআন সুন্নাহ্‌র বদলে নিজেদের পূর্বপুরুষ রচিত বিধান দ্বারা বিচারকার্য সম্পাদন করতো, তিনি বলেন:

ومثل هؤلاء ما وقع فيه عامة البوادي ومن شابههم من تحكيم عادات آبائهم، وما وضعه أوائلهم من الموضوعات الملعونة التي يُسمونها شرع الرفاقة يقدمونها على كتاب الله وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم ومن فعل ذلك فإنه كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله تعالى ورسوله صلي الله عليه وسلم.

বর্তমান বেদুঈন যাযাবররা ও তাদের ম তো যারা আছে তা রাও এই একই অবস্থার মধ্যে নিমজ্জিত, যারা পূর্বপুরুষদের রেখে যাওয়া রীতি-নীতি অনুসারে বিচার ফায়সালা করে। তাদের পূর্বপুরুষরা কিছু অভিশপ্ত বানোয়াট বিধান রচনা করেছিল , যাকে তারা রিফাকাহ বলে অবহিত করে। কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাহ্‌র উপর এগুলোকে তারা প্রাধান্য দিয়ে থাকে। যে

ব্যক্তি এ ধরনের কাজ করবে সে কাফের ব লে বিবেচিত হবে। তার বিরুদ্ধে কিতাল করা ওয়াজিব হবে, যতক্ষণ না সে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিধানের দিকে ফিরে আসে। [সাবীলুন নাজাত, পৃষ্ঠা:৮৪]

৩. শায়েখ আব্দুর রহমান বিন হাসান (রহঃ) এর ফতওয়া:

...فمن خالف ما أمر الله به ورسوله صلي الله عليه وسلم بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله، أو طلب ذلك اتباعاً لما يهواه ويريده فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه وإن زعم أنه مؤمن،

আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাদের উপর যা অবতীর্ণ করেছেন তার বিপরীত বিধান দ্বারা মানুষের মাঝে বিচার ফায়সালা করে যে আল্লাহ ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরোধিতা করবে, অথবা নিজ উদ্দেশ্য পূরণ ও প্র বৃত্তির তাড়নায় তা

করতে চাইবে সে ইসলাম ও ঈমানের বন্ধ নীকে নিজ ঘাড় থেকে খুলে ফেললো। যদিও সে দাবী করে, সে মুমিন। [ফাতহুল মাজীদ, পৃষ্ঠা:৩৮১]

সমকালীন আরব আলেমগণের ফতওয়া

১. শায়েখ বিন বায (রহঃ) এর ফতওয়া:

শায়েখ বিন বায (রহঃ) বলেন:

إن الدعوة إليها والتكتل حول رايتها يفضي بالمجتمع ولا بد إلى رفض حكم القرآن ، لأن القوميين غير المسلمين لن يرضوا تحكيم القرآن ، فيوجب ذلك لزعماء القومية أن يتخذوا أحكاما وضعية تخالف حكم القرآن حتى يستوي مجتمع القومية في تلك الأحكام ، وقد صرح الكثير منهم بذلك كما سلف ، وهذا هو الفساد العظيم ، والكفر المستبين والردة السافرة ، كما قال تعالى : { فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا } وقال تعالى : { أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ } وقال تعالى : { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ } وقال تعالى : { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ } وقال تعالى : { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ } وكل دولة لا تحكم بشرع الله ، ولا تنصاع لحكم الله ولا ترضاه فهي دولة جاهلية كافرة ظالمة فاسقة بنص هذه الآيات المحكمات،

জাতীয়তাবাদের দিকে আহ্বান ও তার পতাকাতলে জোটবদ্ধতা নিশ্চিতভাবে সমাজকে কুরআনের বিধান প্রত্যাখানের দিকে ধাবিত করে। আর তা জাতীয়তাবাদের দাবীদারদের জন্য কুরআন বিরোধি মানব রচিত বিধি-বিধান গ্রহণকে আবশ্যক করে। এমনকি জাতীয়তাবাদীরা শেষ পর্যন্ত উক্ত বিধানগুলোকেই স্থির করে নেয়। যেমনটি পূর্বে তাদের অনেকের থেকেই তা প্রকাশ পেয়েছে। আর এটি মহা ভ্রান্তি, স্পষ্ট কুফর ও নিশ্চিত রিদ্দাহ (দ্বীন ত্যাগ)। .... (এরপর শায়েখ এ সংক্রান্ত দলিল উল্লেখ করে বলেন) যে রাষ্ট্রই আল্লাহর শরীয়াত দ্বারা দেশ পরিচালনা করে না, আল্লাহর বিধানের আনুগত্য করে না, আল্লাহর বিধানে সম্মত হয় না, সেটাই জাহিলী, কুফরি, ফিসকী ও জালিম রাষ্ট্র।

উক্ত মুহকাম আয়াতগুলো তাই স্পষ্ট করে। [নাকদুল কউমিয়্যাতিল আরাবিয়্যাহ্, পৃষ্ঠা:৩৯]

তিনি আরো বলেন:

وفي حال الاختلاف والتنازع الخاص والعام، سواء كان بين دولة وأخرى، أو بين جماعة وجماعة، أو بين مسلم وآخر، الحكم في ذلك كله سواء، فالله سبحانه له الخلق والأمر، وهو أحكم الحاكمين، ولا إيمان لمن اعتقد أن أحكام الناس وآراءهم خير من حكم الله ورسوله، أو تماثله وتشابهه، أو أجاز أن يحل محلها الأحكام الوضعية والأنظمة البشرية، وإن كان معتقدا بأن أحكام الله خير وأكمل وأعدل..(فتاوى)

দ্বন্দ্ব ও বিবাদ, চাই তা নির্দিষ্ট হোক বা বিস্তর, দুই রাষ্ট্রের মাঝে হোক বা দুই দলের মাঝে অথবা দুজন মুসলমানের মাঝে, সর্বক্ষেত্রেই বিধান সমান। সৃষ্টি ও বিধান শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আহকামুল হাকিমীন (সকল বিচারকের বিচারক)। ঐ ব্যক্তি ঈমানদার নয়:

১. যে মনে করে মানব রচিত বিধি -বিধান বা মতামত আল্লাহ ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিধানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

২. অথবা এগুলোকে আল্লাহর বিধি-বিধানের অনুরূপ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে করে।

৩. আল্লাহর বিধি -বিধানের স্থানে মানব রচিত বিধি -বিধান ও আইন-কানুন প্রণয়নের বৈধতা প্রদান করে। যদিও সে বিশ্বাস রাখে আল্লাহর বিধি-বিধানই উত্তম, শ্রেষ্ঠ ও ইনসাফপূর্ণ। [মাজমূয়ু ফাতাওয়া ইবনে বায, অধ্যায়: ওযূবু তাহকীমি হুকমিল্লাহ, খন্ড:১, পৃষ্ঠা: ৭৯]

২. শায়েখ মুহাম্মাদ বিন সলেহ আল-উসাইমীন (রহঃ) এর ফতওয়া:

শায়েখ উসাইমীন (রহঃ) বলেন:

وبناء على هذا نقول إن الذين يحكمون القوانين الآن ويتركون وراءهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما هم بمؤمنين ليسوا بمؤمنين لقول الله تعالى

} فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم { ولقوله } ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون { وهؤلاء المحكمون للقوانين لا يحكمونها في قضية معينة خالفوا فيها الكتاب والسنة لهوى أو لظلم ولكنهم استبدلوا الدين بهذه القوانين جعلوا هذا القانون يحل محل شريعة الله وهذا كفر حتى لو صلوا وصاموا وتصدقوا وحجوا فهم كفار ما داموا عدلوا عن حكم الله وهم يعلمون بحكم الله إلى هذه القوانين المخالفة له } فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما

উপরুক্ত দলিলের উপর ভিত্তি করে আমরা বলছি, যে সকল ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব ও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহকে পিছনে ফেলে রেখে বর্তমানে আইন প্রণয়ন করছে, তারা মুমিন নয়, নিশ্চয় তারা ঈমানদার নয়। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন: **কিন্তু না তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে** [সূরা নিসা: ৬৫] । এই সমস্ত বিধান প্রণয়নকারীরা তো এমন নয় যে তারা নির্দিষ্ট কোন একটি বিষয়ে অন্যায়ভাবে প্রবৃত্তির তাড়নায় কুরআন ও সুন্নাহর বিপরীত আইন প্রণয়ন করছে। এরা তো এই সমস্ত বিধান দ্বারা দ্বীনকে পরিবর্তন করছে। আল্লাহর শরীয়াতের স্থানে এই সমস্ত বিধান বাস্তবায়ন করছে। তাদের এই কাজ কুফরি যদিও বা তারা নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, হজ্ব করে, যাকাত দেয়, তথাপি তারা কাফের, যতক্ষণ তারা আল্লাহর বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে। অথচ এরা আল্লাহর বিধানের বিপরীত বিধান সমূহের ব্যাপারে আল্লাহর হুকুম সম্পর্কে জ্ঞাত। **কিন্তু না তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, অতঃপর তুমি যে ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোন দ্বিধা-সংকোচ অনুভব না করে এবং পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে** [সূরা নিসা: ৬৫] । [শরহু রিয়াদুস সলেহীন, অধ্যায়: ফিল আমরি বিল-মুহাফাজাতি আলাস্ সুন্নাহ্, খন্ড:১, পৃষ্ঠা:১৭৪]

৩. <u>শায়েখ সলেহ আল মুনাজ্জিদ (দা.বা.) এর ফতওয়া:</u>

تشريع الأحكام الوضعية المخالفة لحكم الله ورسوله في الدماء والأعراض والأموال ، كفر أكبر مخرج عن ملة الإسلام ، لا شك في ذلك ولا ريب ، ولا خلاف فيه بين علماء الإسلام ، فإن هذا التشريع منازعة لله تعالى في حكمه ، ومضادة له في شرعه ،

وقد قال تعالى : (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ) الشورى/21 . وقال سبحانه في طاعة من أباح الميتة: (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ) الأنعام/121 . وقال سبحانه : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا . وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا) النساء/60، 61.

وإذا كان هذا حكم الله فيمن أراد التحاكم إلى الطاغوت ، فكيف بالطاغوت نفسه الذي يشرع من دون الله . وكيف لا يكون التشريع المخالف لشرع الله كفرا ، وهو لابد يتضمن تحليل الحرام ، وتحريم الحلال ، أو إعطاء المشرعين الحق في ذلك ، فلهم أن يحلوا ما شاءوا ، وأن يحرموا ما أرادوا ، وما اتفق عليه أغلبيتهم كان واجب التنفيذ ، يعاقب ويجرّم من يخالفه ، وهذا غاية الكفر

জান, মাল ও ইজ্জতের ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হুকুমের বিপরীত বিধান প্রণয়ন, যা ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়। এ ব্যাপারে কোন সংশয় বা সন্দেহের অবকাশ নেই। উম্মাতের উলামাদের মাঝে এ ব্যাপারে কোন ধরনের দ্বিমত নেই। কেননা বিধান প্রণয়ন আল্লাহ তায়ালার সাথে তার হুকুমের ক্ষেত্রে বিরোধিতা ও তার শরীয়াতের সাথে বৈপরীত্ব।

আল্লাহ তায়ালা বলেন: তাদের জন্য এমন কিছু শরীক আছে কি, যারা তাদের জন্য দ্বীনের এমন বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? [সূরা শুরা: ২১]

যারা মৃত প্রাণীকে বৈধ বলে তাদের আনুগত্যের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

যেসব জন্তুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয় না, সেগুলো থেকে ভক্ষণ করো না; এ ভক্ষণ করা গোনাহ। নিশ্চয়ই শয়তানরা তাদের বন্ধুদের নিকট ওহী প্রেরণ করে, যাতে তারা তোমাদের সাথে বিতর্ক করে। আর যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, নিশ্চিত তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে। [সূরা আনআম: ১২১]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন:

আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবী করে যে, যা আপনার প্রতি অবর্তীণ হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা অবর্তীণ হয়েছে তার উপর তারা ঈমান এনেছে, ইহা সত্ত্বেও তারা তাগূতের কাছে বিচার প্রার্থনার ইচ্ছা পোষণ করছে। অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল যাতে তারা তাকে অস্বীকার করে। পক্ষান্তরে শয়তান ইচ্ছা করছে তাদেরকে পরিপূর্ণ পথভ্রষ্ট করে ফেলতে। আর যখন আপনি তাদেরকে বলবেন, আল্লাহর নির্দেশের দিকে এসো - যা তিনি রসূলের প্রতি নাযিল করেছেন, তখন আপনি মুনাফেকদিগকে দেখবেন, ওরা আপনার কাছ থেকে সম্পূর্ণ ভাবে সরে যাচ্ছে। [সূরা নিসা: ৬০-৬১]

যে তাগূতের কাছে বিচার প্রার্থনার ইচ্ছা পোষণ করে তার ব্যাপারে যদি আল্লাহর হুকুম এমনটি হয় তাহলে স্বয়ং ঐ তাগূতের ব্যাপারে তাঁর হুকুম কি হতে পারে যে আল্লাহ তায়ালার বিধানের বিপরীত বিধান রচনা করে?!!

আর আল্লাহর বিধানের বিপরীত বিধান রচনা কেনই বা কুফর হবে না?!! অথচ

নিশ্চিতভাবে তার মাঝে অন্তর্ভূক্ত থাকে হালালকে হারাম আর হারাম কে হালাল করা। অথবা আইনপ্রণেতাদেরকে উক্ত অধিকার প্রদান করা হয়। তারা যা চায় হালাল করে যা ইচ্ছা হারাম করে। তাদের অধিকাংশ যেটির পক্ষে মত প্রদান করে তাকেই বাস্তবায়ন করা আবশ্যক হয়। যে তার বিরোধিতা করে তাকে অপরাধী গণ্য করা হয় , শাস্তি প্রদান করা হয়। আর এগুলো তো কুফরের চূড়ান্ত পর্যায়! [আল-ইসলাম ওয়াস সুয়াল জাওয়াব, ফতওয়া নং: ১১৮১৩৫]

৪. আব্দুল কাদের আওদাহ (রহঃ) এর ফতওয়া:

ولا خلاف بينهم - الأئمة المجتهدين - قولا واعتقادا في أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, وأن إباحة المجمع على تحريمه كالزنا والسكر, واستباحة إبطال الحدود, وتعطيل أحكام الإسلام, وشرع ما لم يأذن به الله, إنّما هو كفر وردّة, وأن الخروج على الحاكم المسلم إذا ارتدّ واجب على المسلمين**[الإسلام وأوضاعنا السياسية]

মুজতাহিদ ইমামগণের মাঝে উক্তি ও বিশ্বাস উভয় দিক থেকেই কোন দ্বিমত নেই যে, স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির আনুগত্য বৈধ নয় এবং এই ব্যাপারে যে, সর্বসম্মতিক্রমে হারাম বস্তুকে বৈধতা দেয়া যেমন: যেনা, মদ এবং হুদুদ সহ অন্যান্য শর'য়ী বিধানকে বাতিল করা, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি তা প্রণয়ন করা কুফর ও রিদ্দাহ। আর যখন মুসলমানদের শাসক মুরতাদ হয়ে যায় তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ মুসলমানদের উপর ওয়াজিব। [আল-ইসলাম ও আওদা-'উনাস সিয়াসিয়্যা, পৃষ্ঠা:৬০]

৫. শায়েখ আবদুর রায্যাক আফিফী (রহঃ) এর ফতওয়া:

إن من كان منتسباً للإسلام عالماً بأحكامه ، ثم وضع للناس أحكاماً وهيأ لهم نظماً ليعلموا بها ويتحاكموا إليها ، وهو يعلم أنها تخالف أحكام الإسلام ، فهو كافر خارج من ملة الإسلام ، وكذا الحكم فيمن أمر بتشكيل لجنة أو لجان لذلك. ومن أمر الناس بالتحاكم إلي تلك النظم والقوانين أو حملهم على التحاكم إليها وهو يعلم أنها مخالفة لشريعة الإسلام [شبهات حول السنة]

যে ব্যক্তি মুসলমান হিসেবে পরিচিত, ইসলামের বিধান সম্পর্কে জ্ঞাত, সে যদি জনগণের জন্য বিধান প্রণয়ন করে, সংবিধান রচনা করে যাতে মানুষ তা শিক্ষা করে, উক্ত সংবিধানের নিকট বিচার দায়ের করে, অথচ সে জানে এটা ইসলামের বিধানের বিপরীত, তাহলে সে ইসলাম থেকে খারিজ কাফের হয়ে যায়। একই বিধান প্রযোজ্য হবে ঐ ব্যক্তির উপরও যে এ সংবিধানের জন্য এক বা একাধিক আইন পরিষদ গঠনের আদেশ প্রদান করে, এবং যে উক্ত সংবিধান বা পরিষদের কাছে বিচার দায়ের করতে জনগণকে

আদেশ প্রদান করে অথবা বাধ্য করে। অথচ সে জানে এটা ইসলামী শরীয়াতের বিপরীত। [শুবহা-তু হাওলাস সুন্নাহ]

৬. আল্লামা সা'ইদ আল কাহতানী (দা.বা.) এর ফতওয়া:

...وأما ما جد في حياة المسلمين - ولأول مرة في تاريخهم - وهو تنحية شريعة الله عن الحكم ورميها بالرجعية والتخلف وأنها لم تعد تواكب التقدم الحضاري، والعصر المتطور فهذه ردة جديدة في حياة المسلمين. إذ الأمر لم يقتصر على تلك الدعاوى التافهة، بل تعداه إلى إقصائها فعلاً عن واقع الحياة واستبدال الذي هو أدنى بها، فحل محلها القانون الفرنسي أو الإنجليزي أو الأمريكي أو الاشتراكية الإلحادية وما أشبه ذلك من تلك النظم الجاهلية الكافرة.

কিন্তু বর্তমানে মুসলমানদের জীবনে যা ঘটছে (আর এটাই ইতিহাসে প্রথম) তা হলো, আল্লাহ তায়ালার শরীয়াতকে বিচারকার্য থেকে দূরীভূত করা, তাকে পশ্চাত মুখীতা এবং উন্নয়নের পথে বাঁধা ভাবা, সভ্যতার অগ্রযাত্রার মিছিলে ও যুগের বিবর্তনে তাকে অগ্রহণযোগ্য আখ্যায়িত করা। এটা মুসলমানদের ইতিহাসে নতুন ধরনের রিদ্দাহ বা ধর্মত্যাগ।

কেননা বিষয়টি শুধু এই অসাড় বাক্যগুলোর মাঝেই থেমে থাকেনি, বরং বাস্তব জীবনে তা চূড়ান্ত সীমা লঙ্ঘন করেছে। আল্লাহ তায়ালার বিধানকে নিম্নমানের আইন দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। ফরাসী, বৃটিশ, মার্কিন, না স্তিক্যবাদী সমাজতন্ত্রসহ এ ধরনের জাহেলী কুফরি নানা তন্ত্র-মন্ত্রকে আল্লাহ তায়ালার শরীয়াতের স্থানে প্রবর্তন করা হয়েছে। [আল ওয়ালা ওল বারা, খন্ড:১, পৃষ্ঠা:৫৪]

মুজাহিদীন আলেমগণের ফতওয়া

১. শহীদে উম্মাত আব্দুল্লাহ আয্যাম (রহঃ) এর ফতওয়া:

الحاكم الذي يشرع بغير ما أنزل الله هذا غير مسلم خارج من الملة; لأنه كالذي يغير الصلاة.- المقنن الذي قنن القوانين ووضعها, صاغها في قوالب, هذا كافر كذلك خارج من الملة, قد يكون يصلي ويصوم, لكنه كافر لأنه يحل الحرام ويحرم الحلال.

ঐ শাসক যে আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানের বিপরীত আইন প্রণয়ন করে সে মুস লমান নয়, সে মুসলিম উম্মা ত থেকে খারিজ , কেননা সে তো ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে নামাজকে পরিবর্তন করে। ঐ ব্যক্তি যে আইন রচনা করে, বাস্তবায়ন করে এবং সুবিন্যস্ত করে সেও একইভাবে উম্মাত থেকে খারিজ হয়ে যাবে। যদিও সে নামাজ আদায় করে, তথাপি সে কাফের। কেননা সে হালালকে হারাম আর হারামকে হালাল করেছে। [ফী যিলালি সূরাতিত তাওবাহ, পৃষ্ঠা:৫৭]

তিনি আরো বলেন:

ولا يُشرّع أحدٌ قانوناً من القوانين الوضعية ويستبدلها بشرع الله وقانونه إلاّ ويمرّ في ذهنه أن هذا القانون أفضل من قانون الله لهذه المرحلة، وهذا كفرٌ بَوَاحٌ لا يشك في ذلك أحد من أهل هذه الملة، ليس هناك أي فرق بين من يقول إنّ صلاة الفجر ثلاث ركعات وبين من يقول إن حكم القاتل سجن سنة، وليس هناك فرق بين من يقول إن عقوبة الزاني سجن ستة أشهر وبين من يقول إن صيام رمضان محرّم على الناس

যে ব্যক্তি মানব রচিত কোন একটি বিধান প্রণয়ন করে এবং তার মাধ্যমে আল্লাহর বিধান ও আইনকে পরিবর্তন করে, অবশ্যই তার চিন্তায় এটা আসে যে, এ ক্ষেত্রে তার বিধানটি আল্লাহর বিধানের চেয়ে ভালো। আর এটি যে কুফরে বাওয়াহ তথা স্পষ্ট কুফর এ ব্যাপারে এ উম্মা তের কোন একজন ব্যক্তি সন্দেহ করতে পারে না। যে ব্যক্তি বলে ফজরের নামায তিন রাকাত আর যে ব্যক্তি বলে হত্যাকারীর বিচার হলো এক বছর জেল, উভয়ের মাঝে কোনই পার্থক্য নেই। যে ব্যক্তি বলে যেনার শাস্তি ছয় মাস জেল

আর যে বলে রমযান মাসে রোযা রাখা মানুষের জন্য হারাম , উভয়ের মাঝে কোনই ব্যবধান নেই। [মাফহুমুল হাকিমিয়্যাহ, পৃষ্ঠা:১৪/১৫]

অপর স্থানে তিনি বলেনঃ

الذين يشرّعون بغير ما أنزل الله كفارٌ وإن صلّوا وصاموا وأقاموا الشعائر الدينية، والقانونُ الذي يحكم في الأعراض والدماء والأموال هو الذي يحدد هدية الحاكم من حيث الكفر والايمان (مفهوم الحاكمية فى فكر الشهيد عبد الله عزام)

যারা আল্লাহ তায়ালার বিধানের বিপরীত বিধান রচনা করে তারা কাফের , যদিও তারা নামায পড়ে, রোযা রাখে, দ্বীনি শে'য়ারগুলো (চিহ্নগুলো) প্রতিষ্ঠা করে। জান, মাল ইজ্জতের ক্ষেত্রে হাকিম যে বিধান দ্বারা ফয়সালা করে সেটিই তার ঈমান ও কুফরের বিষয়টি নির্ধারণ করবে। [মাফহুমুল হাকিমিয়্যাহ,পৃষ্ঠা:৩]

২. মুজাদ্দিদুয যমান শহীদ আবু আব্দিল্লাহ উসামা বিন লাদিন (রহঃ) এর ফতওয়া:

ولقد تواترت نصوص القرآن والسنة وأقوال علماء الأمة على أن كل من سوغ لنفسه أو لغيره إتباع تشريع وضعي أو قانون بشري مخالف لحكم الله تعالى فهو كافرٌ خارجٌ عن الملة».

নিশ্চিতভাবে অনুক্রমিক ধারায় বর্ণিত কুরআন-সুন্নাহ্‌র নুসূস ও উম্মাতের আলেমগণের অভিমত প্রমাণ করে, যে ব্যক্তি নিজের জন্য অথবা অন্য কারো জন্য আল্লাহ তায়ালার বিধান বিরোধি মানব রচিত আইন বা বিধানের অনুসরণকে বৈধতা দিবে সে ইসলাম থেকে খারিজ কাফের হয়ে যাবে। [রিসালাতুন ইলা আবি রিগাল, পৃষ্ঠা:২]

৩. শায়েখ শহীদ আবু ইয়াহইয়া আল-লিবী (রহঃ) এর ফতওয়া:

اتفق العلماء قاطبةً على أنَّ مَن اتخذ له مرجعاً غير كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يحلل به الحرام المجمع عليه، أو يحرم به الحلال المجمع عليه، فهو كافرٌ يجب قتاله حتى يرجع إلى الحق ويستسلم وينقاد ويذعن للدين الذي لا يقبل

الله من المرء سواه، وسواء سُمي ذلك المرجعُ قانوناً، أو دستوراً، أو نظاماً، أو عرفاً، أو عادةً، أو مرسوماً، أو ياسقاً، أو غيرها، فكلُ ذلك في الحُكم سواء، فالعبرة في شرعنا بالحقائق والمسميات لا بالرسوم والأسماء، وسواء كان ذلك المرجعُ عالمياً أو إقليمياً أو محلياً أو قبلياً، ففي كل هذه الحالات لا يخرج عن كونه حكماً جاهلياً بنص القرآن ووصفه كما قال أحكم الحاكمين: { أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ}[المائدة/50]، فلا طريق إلى التلفيق والتوفيق فإما حكم الله الذي أوحاه لنبيه صلى الله عليه وسلم وإما حكم الجاهلية الجهلاء مهما ازَّينت وتبخترت وتطوَّرت.

সকল আলেমগণ একমত পোষণ করেছেন, যে ব্যক্তি কিতাবুল্লাহ ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ ব্যতীত নিজের জন্য অন্য কোন উৎস গ্রহণ করবে, যার মাধ্যমে সে সর্বসম্মতিক্রমে সাব্যস্ত কোন হারামকে হালাল করবে অথবা হালালকে হারাম করবে, সে কাফের হয়ে যাবে। তার বিরুদ্ধে কিতাল করা ওয়াজিব হবে। যতক্ষণ না সে হক্কের দিকে ফিরে আসে, ইসলামের আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করে এবং সেই দ্বীনের সামনে আত্মসমর্পণ করে যা ছাড়া আল্লাহ তায়ালা মানুষের থেকে অন্য কিছুই গ্রহণ করবেন না। চাই উক্ত উৎসের যে নামকরণই করা হোক, আইন, সংবিধান, নিয়ম, নেজাম, রীতি, প্রথা, ইয়াসিক অথবা যে নামই রাখা হোক। চাই সেই উৎসটি আন্তর্জাতিক হোক বা দেশীয় হোক, আঞ্চলিক হোক বা গোত্রীয় হোক। সকল অবস্থাতেই এটি জাহিলী বিধান বলেই গণ্য হবে। কুরআনের নস ও তার প্রয়োগকৃত বিশেষণ দ্বারা এটাই প্রমাণিত। আহকামুল হাকেমীন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

তারা কি জাহিলিয়্যাতের বিধি-বিধান কামনা করে? বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতর বিধানদানকারী? [সূরা মায়িদাহ: ৫০]

সুতরাং সমন্বয় সাধন ও জোড়াতালি লাগানোর কোনই সু যোগ নেই। হয়তো আল্লাহ তায়ালার সেই হুকুম যা তিনি ওহীর মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে পাঠিয়েছেন, নয়তো অজ্ঞতাপূর্ণ জাহিলিয়্যাতের বিধান, তা যতই সজ্জিত, গর্বিত ও উন্নত হোক। [আল জিহাদ ওয়া মা'রেকাতুশ শুবহাত, পৃষ্ঠা:১৮]

৪. হাকীমুল উম্মাত আইমান আয-যাওয়াহিরী (দা.বা.) এর ফতওয়া:

فقد تغلّب على أهلها حكّام كفّار مجرمون، حكموا المسلمين بأحكام اليهود والنصارى، ووالوا أعداء الله تعالى... فهؤلاء الحكام كفّار بنصّ الكتاب والسنّة وإجماع سلف الأمّة، يجب على كلّ مسلم جهادهم باليد والمال واللسان، كلٌّ بحسب طاقته وقدرته، ولا يؤثّر في ذلك أنّهم يتسمّون بأسماء المسلمين، ويتكلّمون بلسانهم، فلا فرق في إطلاق أحكام الكفر بين من كان من الكفار الأصليين ومن ينتسب زوراً وبهتاناً إلى هذا الدين،

ইসলামী ভূখন্ডগুলো নিয়ন্ত্র ণ করছে পাপি ষ্ঠ কাফের শাসকবর্গ। তারা মুসলমানদেরকে শাসন করছে ইহুদী-নাসারাদের বিধান দ্বারা | তারা আল্লাহ তায়ালার শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব করছে। .... সুতরাং এ শাসকবর্গ কাফের। আর এটা কুর আন সুন্নাহ ও পূর্ব সূরীদের ইজমা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। প্রতিটি মুসলমানের উপর ওয়াজিব হলো, প্রত্যেকের নিজ নিজ শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে জান মাল ও যবান দ্বারা জিহাদ করা | তারা যে মুসলমান নাম ধার ণ করে আছে এবং তাদের ভাষাতেই কথা বলছে এ ক্ষেত্রে তার কোনই কার্যকারিতা থাকবে না। যারা আছলী কুফ্ফার আর যারা মিথ্যা ও বানোয়াটভাবে এ দ্বীনের সাথে নিজেদের সম্পর্ক যুক্ত করে, কুফরের হুকুম প্র য়োগের ক্ষেত্রে উভয়ের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য করা হবে না। [মা'আলিমুল জিহাদ, সংখ্যা:১, পৃষ্ঠা:২৭]

৫. মুফাক্কিরুল জিহাদ আবু মুসআব আস-সুরী (ফাক্কাল্লাহু আসরাহু) এর ফতওয়া:

إن حكام المسلمين القائمين في بلادنا اليوم عطلوا أحكام الله تعالى ورسوله كلاً أو جزءاً واتخذوا لأنفسهم ولقومهم أحكاماً استوردوها من شرق أو غرب أو من أهواء أنفسهم فابتدعوا بذلك "ياسقاً عصرياً" هو شرٌّ من ياسق جنكيز خان، ليحكموا به في الدماء والأموال والأعراض والشؤون الأخرى، وبذلك فقد ارتدّوا وخرجوا من ملّتنا ملة الإسلام، فهم كما قال الله تعالى عنهم، كافرون ظالمون فاسقون، وهذه أكبر جرائمهم وليس بعد الكفر ذنب۔

আমাদের দেশগুলোতে প্রতিষ্ঠিত যে সমস্ত শাসক আজ মুসলমানদেরকে শাসন করছে, এরা পূর্ণরূপে অথবা আংশিক ভাবে আল্লাহ ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিধান সমূহকে অকার্যকর করে রেখেছে৷ তারা নিজেদের জন্য ও তাদের সম্প্রদায়ের জন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য থেকে অথবা নিজ প্রবৃত্তি থেকে আমদানীকৃত বিধান গ্রহণ করেছে৷ আর এগুলোর সমন্বয় করে তারা "আধুনিক ইয়াসিক" এর উদ্ভব ঘটিয়েছে , যেটি চেঙ্গিস খানের ইয়াসিকের চেয়েও নিকৃষ্ট৷ এর দ্বারাই তারা জান মাল ইজ্জত ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ফায়সালা করছে৷ সুতরাং এ কারণে তারা মুরতাদ হয়ে গেছে এবং আমাদের মিল্লাত ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে গেছে৷ যেমনটি আল্লাহ তায়ালা বলেছেন তারা কাফের জালেম ও ফাসেক৷ আর এটাই হচ্ছে তাদের সবচেয়ে বড় অপরাধ৷ কেননা কুফরে র পর আর কোন পাপ থাকতে পারে না৷ [আত তাজরেবাতুল জিহাদিয়্যাহ্, খন্ড:২, পৃষ্ঠা:১০৮-৯]

ক্বিয়াস থেকে দলিল

১. সাহাবায়ে কেরামের ইজমা থেকে ক্বিয়াস:

সকলের জানা, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর আবু বকর (রাদিঃ) খেলাফতের গুরুদায়িত্বে অধিষ্ঠিত হলেন৷ তখন একদল লোক যাকাত প্রদানে

অস্বীকৃতি জানাতে লাগল| তাদের নিকট কারণ দর্শানো হলে তারা কুরআন থেকে দলিল পেশ করল, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً

আপনি তাদের সম্পদ থেকে সদাকাহ গ্রহণ করুন৷ [সূরা তাওবা: ১০৩]

তারা যুক্তি পেশ করতে লাগল, এখানে যাকাত আদায়ের আদেশ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে দেয়া হয়েছে৷ আর এখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নেই৷ আমরা কাকে যাকাত দিব? অ তঃপর সাহাবায়ে কেরাম তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করেন৷ তাদের মাল-সম্পদ গনীমত হিসাবে গ্রহণ করেন, পরিবার পরিজনকে বন্দী করেন৷

আল্লামা জাস্‌সাস (রহঃ) সহ আমাদের মাযহাবের অনেক ফক্বীহগণ, এছাড়াও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, কাযী আবু-ই'য়লা, ইমাম ইবনে তাঈমিয়া (রহঃ) সহ আহলে সুন্নাহর অনেক আলেম থেকে বর্ণিত আছে যে সাহাবায়ে কেরাম তাদেরকে মুরতাদ আখ্যায়িত করে তাদের বিরুদ্ধে এ যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। অনেক ফক্বীহ এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের ইজমা ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। সাহাবায়ে কেরামের যুদ্ধের ধরনও এর সততা প্রমাণ করে, কেননা সাহাবায়ে কেরাম তাদের পরিবার পরিজনকে যুদ্ধবন্দী করেছিলেন।

ক্বিয়াস:

উপরুক্ত ব্যক্তিরা কালিমা পাঠ করতো, আল্লাহ ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। নামাজ, রোজা, হজ্জ্ব, তাহাজ্জুদসহ অন্যান্য সকল বিধান পালন করতো। কিন্তু শুধুমাত্র একটি বিধান মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল তাই সাহাবায়ে কেরাম তাদেরকে মুরতাদ ঘোষণা করেছিলেন, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, তাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে যুদ্ধবন্দী হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

আর যারা পুরো রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে আলাদা করছে, শ্লোগান তুলছে - ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার; অভিযোগ উত্থাপন করলে দলিল পেশ করছে: **দ্বীনের ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা নেই** [সূরা বাকারা: ২৫৬]; একটি নয় দুটি নয়, আল্লাহর শত শত বিধানকে শুধু নিজেরাই অমান্য করছে এমনটি নয়, রাষ্ট্রীয়ভাবে অবৈধ ঘোষণা করছে; তাদের বিরুদ্ধে কেউ দাবী পেশ করলে বলছে, মদীনা সনদ অনুযায়ী দেশ চলছে; যে ক্ষমতায় যায় সেই বলছে, আমরা কুরআন সুন্নাহ বিরোধি কোন আইন প্রণয়ন করি নি, করবো না; অথচ কুরআন সুন্নাহর সুস্পষ্ট বিরোধি শত শত আইন বিদ্যমান; যদি একটি বিধান প্রত্যাখ্যানের কারণে মুরতাদ হয়, তাহলে শত শত বিধান নিষিদ্ধ করার পরেও কি মুসলমান থাকতে পারে?!!!

২. তাওরাত ও ইনজিলের অনুসারীদের ব্যাপারে উম্মাতের ইজমা থেকে ক্বিয়াস:

উলামায়ে উম্মাত একমত পোষণ করেছেন, কেউ যদি কুরআন সুন্নাহর অনুসরণ না করে তাওরাত ও ইনজিলের অনুসরণ করে, তার বিধান অনুযায়ী বিচার ফায়সালা করে তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে। যদিও বা সে মুখে ইসলামের দাবী করে। ইবনে হাযম, ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) সহ অন্যান্যদের থেকে বর্ণিত আছে যে, এ ব্যাপারে পুরো উম্মাতের ইজমা আছে।

ক্বিয়াস:

কুরআন সুন্নাহ ব্যতিরেকে অপর আসমানী কিতাব তাওরাত ও ইনজিলের অনুসারীরা যদি কাফের হয়ে যায় তাহলে তাদের অবস্থা কি হবে যারা মানব রচিত সংবিধানের অনুসরণ করে, কুরআন ও সুন্নাহর স্থানে সেটিকে বাস্তবায়ন করে, আল্লাহ তায়ালার বান্দাদেরকে সেই নিকৃষ্ট সংবিধান মানতে বাধ্য করে, না মানলে শাস্তি প্রদান করে ? অথচ সেই সংবিধানের মধ্যে স্পষ্ট একাধিক কুফর ও শিরক বিদ্যমান। শুধু এখানেই শেষ নয় বরং তার কিছু কিছু ধারা তো কুরআনকে পর্যন্ত বাতিল বলে গণ্য করে, নাউযুবিল্লাহ। তাই উক্ত সংবিধান প্রণেতারা ও বাস্তবায়নকারীরা যে কাফের ও মুরতাদ এ ব্যাপারে কোনই সংশয় থাকতে পারে না।

ইতিহাস কী বলে?

ইসলামের প্রথম ছয়শত বছর মুসলিম দেশগুলোতে ইসলামী শরীয়াতকে পরিবর্তন করে মানব রচিত সংবিধান দ্বারা পরিচালনা করার মত জঘন্য আপরাধ খুঁজে পাওয়া যায় না। কেননা তখন আল্লাহর বিধান রাষ্ট্রীয়ভাবে পরিবর্তন করে কোন শাসক ক্ষমতায় টিকে থাকবে তা ছিল কল্পনার বাইরে। তখন সর্বোচ্চ যা ঘটতো তা হলো: ঘুষ, আত্মীয়তার সম্পর্ক অথবা এ ধরনের পার্থিব কিছু কারণে বিচারকরা একজনের হক্ব অন্যজনকে দিয়ে দিত।

এক

সর্বপ্রথম মানব রচিত সংবিধান দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা শুরু হয় ৬০০ হিজরীর পর। তাতাররা

মুসলিম কিছু দেশ দখল করে , অতঃপর তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নেয়। কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে পূর্ণরূপে ইসলামী শরীয়াতের অনুসরণ করে না। বরং কুরআন থেকে কিছু বিধান গ্রহণ করে , কিছু গ্রহণ করে অন্যান্য আসমানী কিতাব থেকে , কিছু বিধান রচনা করে নিজ হাতে। সবগুলোর সম ন্বয়ে তারা যে সংবিধান রচনা করে তার নাম দেয় ইয়াসা বা ইয়াসিক। এর ফলে তৎকালীন সবচেয়ে বড় আলেমে দ্বীন আল্লামা ইবনে কাসীর (রহঃ) সহ অন্যান্য আলেমগণ তাদেরকে মুরতাদ হওয়ার ফতওয়া প্রদান করেন।

দুই

এরপর ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে দৌলাতে উসমানিয়ার পতনের পর তু রস্ক যখন মানব রচিত সংবিধান দ্বারা পরিচালিত হতে লাগল তখন দৌলাতে উসমানিয়ার সর্বশেষ শাইখুল ইসলাম মোস্তফা সবারী (রহঃ) উক্ত কাজকে কুফর ও রিদ্দাহ বলে ফতওয়া প্রদান করেন। এবং সেখান থেকে হিজরত করে মিশরে চলে আসেন।

তিন

দৌলাতে উসমানিয়ার পতনের পর মানব রচিত সংবিধান যখন মিশরের রাষ্ট্রীয় সংবিধানে পরিণত হয় তখন মিশরের সবচেয়ে বড় আলেম মুহাদ্দিস ও ফক্বীহ আল্লামা আহমাদ শাকের (রহঃ) ও তার ভাই মাহমুদ শাকের (রহঃ) এই বিধান রচনাকারীদেরকে কাফের ও মুরতাদ ফতওয়া প্রদান করেন।

চার

১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে সিরিয়ায় যখন কিছু ব্যক্তি সর্বপ্রথম রাষ্ট্রীয় সংবিধান থেকে ধর্মীয় বিধানকে পৃথক করার ব্যাপারে প্রচেষ্টা চালাতে থাকে তখন সিরিয় কিছু আলেম শাইখুল ইসলাম যাহেদ কাউসারী (রহঃ) কে তাদের ব্যাপারে ফতওয়া জিজ্ঞাসা করেন। তিনি তাদের মুরতাদ হওয়ার ব্যাপারে ফতওয়া প্রদান করেন।

আমাদের এই দীর্ঘ আলোচনায় এটা প্রমাণিত হলো যে, ইসলামী শরীয়াতের খেলাফ আইন প্রণয়নকারী বর্তমান শাসকরা শুধু ফিস্ক ও জুলুমের প্রাচীর বেষ্টিত নয়। বরং তারা

এ প্রাচীর ভেদ করে সুস্পষ্ট কুফরের সীমায় পা রেখেছে। তারা এই উম্মাতের মুফাসসিরীন, ফুকাহা ও সকল মাজহাব-মাছলাক্ব এর ওলামায়ে-কেরামগণের ঐক্যমতে কাফির ও মুরতাদে পরিণত হয়েছে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেনো সবাইকে ইসলামী শরীয়াতের হুকুম যথাযথভাবে বুঝার তৌফিক দান করেন।

